

আনামগি প্রেতঙ্গ

৩৮তম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর
২০১৯

'তোমরা সৎকর্ম ও
আল্লাহভীতির কাজে
পরস্পরকে সাহায্য কর এবং
পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে
একে অপরকে সাহায্য করো
না' (শায়েখহ ৫/২)।

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

৩৮তম সংখ্যা

নভেম্বর-ডিসেম্বর

২০১৯

দ্বি-মাসিক

সোনামণি পত্রিকা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

সূচীপত্র

- ◆ উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
- ◆ সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- ◆ নির্বাহী সম্পাদক
রবীউল ইসলাম
- ◆ প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য :

১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ ০৬
- শিশু-কিশোরদের সহ-শিক্ষার কুফল ০৬
- আদর্শ সন্তান গঠনে মায়ের ভূমিকা ০৮
- রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাবলী ১২
- সুস্থতা ও অবসর ১৬
- হাদীছের গল্প ২০
- এসো দো'আ শিখি ২১
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২৩
- কবিতাগুচ্ছ ২৫
- চিঠি ২৭
- রহস্যময় পৃথিবী ৩০
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩৩
- দেশ পরিচিতি ৩৪
- যেলা পরিচিতি ৩৫
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৫
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৮
- ভাষা শিক্ষা ৩৯
- কুইজ ৩৯

সম্পাদকীয়

নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা

মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্যপূর্ণ কর্মসমূহে প্রতিযোগিতা কর। (মনে রেখ) আল্লাহর নিকটে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে (মায়েদাহ ৫/৪৮)।

মানুষকে আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী হিসাবে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সে জানে এই সৎক্ষিপ্ত দুনিয়া একটি পরীক্ষাক্ষেত্র। তাকে এ দুনিয়া ছাড়তেই হবে এবং আখেরাতে পাড়ি দিতেই হবে। তাই দুনিয়ার সম্পদ অর্জনই কি তার জীবনের মূল লক্ষ্য হতে পারে? কখনোই তা হতে পারে না। অথচ কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা এতেই সর্বদা ডুবে থাকে। এটিই মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি আদম সন্তানকে এক ময়দান ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয়, তাহলে সে দুই ময়দান ভর্তি স্বর্ণের আকাঙ্ক্ষা করবে। তার মুখ ভরবে না মাটি ব্যতীত (অর্থাৎ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত)। আর আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন' (বুখারী হা/৬৪৩৯)।

কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তি এ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। সে জান্নাতী আমলের প্রতিযোগিতায় নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখে। কোন সৎকর্মের সুযোগ এলেই সে তা দ্রুত সম্পন্ন করে। এটিই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রশস্ত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' (আলে ইমরান ৩/১৩৩)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইলম অর্জন ও বিতরণ এবং আল্লাহর রাস্তায় দানের ব্যাপারে প্রতিযোগিতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'দুই ব্যক্তি ছাড়া কারো ব্যাপারে ঈর্ষা করা ঠিক নয়। প্রথম ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, সাথে সাথে তা হক-এর পথে ব্যয় করার শক্তি দান করেছেন। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগায় এবং তা শিখায়' (বুখারী হা/৭৩; মিশকাত হা/২০২)।

ছাহাবীগণ ছিলেন নেকীর কাজে প্রতিযোগিতার ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী। এ বিষয়ে ওহোদ যুদ্ধ থেকে ১৫ বছরের নীচে বয়স হওয়ার কারণে বাদ পড়া তরুণদের আকতি সোনামণিদের হৃদয়কে আজও আন্দোলিত করে। ১৫ বছর বয়স

না হওয়া সত্ত্বেও রাফে' বিন খাদীজ ও সামুরা বিন জুনদুবকে নেয়া হয়। এর কারণ ছিল এই যে, দক্ষ তীরন্দায় হিসাবে রাফে' বিন খাদীজকে নিলে সামুরাহ বলে উঠেন, আমি রাফে' অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। আমি তাকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সুযোগ দিলে সত্য সত্যই তিনি কুস্তিতে জিতে যান। ফলে দু'জনেই যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি পান। এর মাধ্যমে মুসলিম তরুণদের নেকীর কাজে প্রতিযোগিতার আগ্রহ পরিমাপ করা যায়।

তাবুক যুদ্ধে গমনের নির্দেশ প্রচারিত হওয়ার পর ছাহাবীগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিহাদের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। যাদের বাহন ছিল না, তারা ছুটে আসেন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বাহনের জন্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে বাহনের ব্যবস্থা করতে পারলেন না। ফলে যারা বাহন পেলেন না, তারা জিহাদে যেতে না পারার দুঃখে কেঁদে বুক ভাসান। ইসলামের ইতিহাসে এরা 'বাক্বাউন' (ক্রন্দনকারীগণ) নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে দানের ব্যাপারে ছাহাবীগণের প্রতিযোগিতা স্মরণীয়। ওমর (রাঃ) বলেন, (তাবুক যুদ্ধের সময়) আমার নিকটে পর্যাণ্ড সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে বললাম, দানের প্রতিযোগিতায় আজ আমি আবুবকর (রাঃ)-এর উপরে জিতে যাব। অতঃপর তিনি সমস্ত মালের অর্ধেক নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে হাযির হলে রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, পরিবারের জন্য কি পরিমাণ রেখে এসেছ? তিনি বললেন, অনুরূপ পরিমাণ। এ সময় আবুবকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত মাল-সম্পদ নিয়ে হাযির হলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আবুবকর! তোমার পরিবারের জন্য কি পরিমাণ রেখে এসেছ? তিনি বললেন, 'তাদের জন্য আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি'। ওমর (রাঃ) বলেন, তখন আমি মনে মনে বললাম, আর আমি কখনোই তাঁর উপরে জিততে পারব না'। এ যুদ্ধে ওহমান গণী (রাঃ) ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসেন। স্বর্ণমুদ্রাগুলো যখন রাসূল (ছাঃ)-এর কোলের উপরে তিনি ঢেলে দেন, তখন রাসূল (ছাঃ) সেগুলো উল্টে-পাল্টে বলতে থাকেন, 'আজকের দিনের পর কোন আমলই ইবনু 'আফফানের (অর্থাৎ ওহমানের) কোন ক্ষতিসাধন করবে না'। কথাটি তিনি কয়েকবার বলেন'। এই বিপুল দানের জন্য তাঁকে 'তাবুক যুদ্ধের রসদ যোগানদাতা' বলা হয় (সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৩৪৪)।

আল্লাহ বলেন, 'তাদেরকে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে'। তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত' (মুত়াফফেফীন ৮৩/২৫-২৬)।

তাই সোনা মণি! তোমরা জান্নাত পাওয়ার জন্য পরস্পরে নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ আমাদেরও সবাইকে সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

কুরআনের আলো

মৃত্যুকে স্মরণ

(১) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ
أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ
النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

১. 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং কিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তি সফলকাম হবে। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া কিছুই নয়' (আলে ইমরান ৩/১৮৫)।

(২) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ كِتَابًا مُّوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ
مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

২. 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না। সেজন্য একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতেই প্রতিদান কামনা করবে, আমরা তাকে সেখানেই তা দিয়ে দিব। আর যে ব্যক্তি আখেরাতে প্রতিদান চাইবে, আমরা তাকে সেখানেই তা দান করব। আর আমরা সত্বর কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করব' (আলে ইমরান ৩/১৪৫)।

(৩) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ
كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

৩. 'যেখানেই তোমরা থাক, মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই। এমনকি যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গেও অবস্থান কর' (নিসা ৪/১৭৮)।

(৪) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا
تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخَّرُهُمْ إِلَى
أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا
يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

৪. 'যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের সীমালংঘনের জন্য পাকড়াও করতেন, তাহলে পৃথিবীর কোন প্রাণীকেই তিনি রেহাই দিতেন না। কিন্তু একটি সময়কাল পর্যন্ত তিনি তাদের অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সেই সময়কাল এসে যায়, তখন তারা সেখান থেকে এক মুহূর্ত আগপিছ করতে পারে না' (নাহল ১৬/৬১)।

(৫) إِنَّكَ مِيتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

৫. 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' (যুমার ৩৯/৩০)।

(৬) إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

৬. 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত সময়কাল যখন এসে যাবে, তখন আর অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা এটা জানতে (নূহ ৭১/৪)।

হাদীছের আলো

মৃত্যুকে স্মরণ

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইহুদী হোক আর খ্রিষ্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ রিসালাতের খবর শুনেছে অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে' (মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)।

(২) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّتِينِ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقْلُهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ-

২. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের গড় আয়ু ষাট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে হবে। খুব কম সংখ্যকই তা অতিক্রম করবে' (তিরমিযী হা/৩৫৫০; মিশকাত হা/৫২৮০)।

(৩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ، يَعْنِي الْمَوْتَ-

৩. 'হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুটির অর্থাৎ মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ কর' (তিরমিযী হা/২৩০৭; মিশকাত হা/১৮২৪)।

(৪) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَحِبِّ مَنْ أَحَبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجَزِّيٌّ بِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ-

৪. সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জিব্রীল (আঃ) নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (২ বার) যতদিন খুশী জীবন যাপন করুন। কিন্তু মনে রাখুন আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। যার সাথে খুশী বন্ধুত্ব করুন। কিন্তু মনে রাখুন আপনি তাকে ছেড়ে যাবেন। যা খুশী আমল করুন। কিন্তু মনে রাখুন আপনি তার ফলাফল পাবেন। জেনে রাখুন, মুমিনের মর্যাদা হল ইবাদতে রাত্রি জাগরণে এবং তার সম্মান হল মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে' (হাকেম হা/৭৯২১)।

প্রবন্ধ

শিশু-কিশোরদের সহ-শিক্ষার কুফল

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

ভূমিকা

পবিত্র কুরআন ও ছহীছ হাদীছের নির্দেশ অনুযায়ী চরিত্র গঠন করতে হলে অবশ্যই ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক। স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েরা একই সঙ্গে পড়াশোনা করার কারণে উভয়ের লজ্জা কমে যায়। ফলে একে অন্যের সঙ্গে বই, খাতা, নোট ইত্যাদি আদান-প্রদানের নামে আড্ডা দেয়, এক সঙ্গে চা-নাশতা খায়, গল্প-গুজব করে যার জন্য একে অপরের ঘনিষ্ঠ থেকে আরও ঘনিষ্ঠতর হয়। এভাবে অবৈধ ও অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেয়ে অশ্লীলতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তারা। অপমানিত হয় ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ। যা কারো কাম্য নয়। সুতরাং এ থেকে উত্তরণের জন্য সহ শিক্ষার কুফলগুলো জানা আমাদের জন্য আবশ্যিক। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. ছেলে-মেয়েদের লজ্জা কমে যায়

সহ-শিক্ষার মাধ্যমে ছেলে-মেয়েরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে তারা ইসলামী আদর্শ ও নীতিগুলো ভুলে যায়। ধীরে ধীরে তাদের লজ্জা কমতে থাকে। চরিত্রে কলঙ্কের ছাপ পড়ে। উভয়ের

সময় ও অর্থ ব্যয় হয় বৃথা, আজ-বাজে ও মূল্যহীন কাজে। ছেলেদের সঙ্গে সহাবস্থানে মেয়েরাই বেশী নির্যাতিত, লাঞ্চিত, অপমানিত ও সংকুচিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা নারী পুরুষের মধ্যে গভীর মোহ ও আকর্ষণ ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ছেলে-মেয়েদের সহাবস্থানে উপস্থিত তৃতীয় জন হয় শয়তান। আল্লাহ তা'আল বলেন, 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফায়ত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফায়ত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় বক্ষদেশের উপর রাখে (অর্থাৎ দু'টিই ঢেকে রাখে)' (নূর ২৪/৩০-৩১)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ আর ঈমানের স্থান জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অঙ্গ। দুশ্চরিত্রের স্থান জাহান্নাম' (ইবনু মাজাহ হা/৪১২৪; তিরমিযী হা/২০০৯)। ছেলে-মেয়েকে নেগেটিভ-পজেটিভ দু'টি বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তার দু'টি যখন প্লাস্টিক কভারের মাধ্যমে পৃথক থাকে, তখন শুধু কল্যাণমূলক কাজই হয়। দু'টি তার যখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে

একত্রিত হয়। তখন লাইট জ্বলে, ফ্যান চলে, অনেক ভাবে চলার মাধ্যমে বহু কল্যাণমূলক কাজ সংঘটিত হয়। তদ্রূপ ছেলে-মেয়েরা ছাত্রজীবনে পৃথক পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালভাবে পড়াশুনা করে উপযুক্ত বয়সে বৈধভাবে বিবাহ সংঘটিত হলে বহুবিধ কল্যাণ সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ।

২. অবাধে মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি হয়

সহ-শিক্ষার ফলে বিপরীত লিঙ্গের অনেক বন্ধু তৈরী হয়। ফলে অবাধ বেড়ানো ও মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি হয়। শিক্ষা সফরের নাম করে বন্ধুর বাসায় অথবা বান্ধবীর বাসায় রাত্রি যাপন; নোট, সাজেশন ও বই আনার নাম করে আমাদের ছেলে-মেয়েরা মোবাইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীল ভিডিও, ছবি ও গান-বাজনার মত খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তুমি বল, নিশ্চয়ই আমার প্রভু প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় বাড়াবাড়ি। আর তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, যে বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলো না যে বিষয়ে তোমরা কিছু জানো না' (আরাফ ৭/৩৩)।

৩. পড়াশুনার মারাত্মক ক্ষতি হয়

পিতা-মাতার স্বপ্ন তাদের সন্তানেরা মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে

ভর্তি হয়ে ভালভাবে পড়াশুনা করে আদর্শ ও চরিত্রবান হবে। পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল করবে এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। কিন্তু সহ-শিক্ষার ফলে উঠতি বয়সে ছেলে-মেয়ে এক সাথে পাশাপাশি বসে পড়াশুনার ফলে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পড়ায় মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে রং-তামাশায় ও বাজে গল্প গুজবে সময় নষ্ট করে। এতে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জার্মানীতে এক জরীপে দেখা গেছে সহ-শিক্ষায় ছেলেদের ক্ষতি ৩টি। যথা : ১. মনের দিক দিয়ে তারা সর্বদা দুশ্চিন্তায় থাকে। ২. কল্পনার জগতে থাকায় পড়াশুনায় ক্ষতি হয়। ৩. আর্থিক ক্ষতি হয়।

৪. মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি হয়

সহ-শিক্ষার ফলে ছেলে-মেয়েরা কল্পনার জগতে থেকে নতুন নতুন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে, ফলে উভয়ের মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি হয়।

৫. চরম চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটে

সৎ ও চরিত্রবান ছেলে-মেয়েদেরকে সবাই ভালবাসে। সহ-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ফলে একটু একটু করে নিজের অজান্তে তাদের চরম চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটে যায়। বিপথগামী যুবক-যুবতীরা নিজের জন্য যেমন অমঙ্গল ডেকে আনে, ঠিক তেমনি সমাজের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সচরিত্র ও সদাচরণের অনুপস্থিতিতে ব্যক্তি, পরিবার

ও সমাজ আজ কলুষিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম' (বুখারী হা/৩৫৫৯)। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে রাত্রিতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়কারী এবং দিনে নফল ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে' (আবু দাউদ হা/৪৭৯৮)।

উপসংহার :

শিক্ষা মানব জীবনে একটি অপরিহার্য বিষয়। সুশিক্ষার মাধ্যমে একটি জাতি উন্নত সভ্য জাতিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সহ শিক্ষার মাধ্যমে উঠতি বয়সের কোমলমতি কিশোর-কিশোরীরা শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে অশ্লীলতার চরম ফাঁদে আটকা পড়ে। যার কারণে তাদের উচ্চ শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। এ জন্যই ইসলাম নারী-পুরুষের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। রাসূল (ছাঃ)-কে শিক্ষানুরাগী মহিলারা বললেন, আপনি জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য সবসময় পুরুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। তাই আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করুন। রাসূল (ছাঃ) সে অনুযায়ী তাদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি তিনি প্রতিনিধি পাঠিয়েও নারীদের শিক্ষা দিতেন। তাই সহ শিক্ষা নয়। বরং পৃথক ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

আদর্শ সন্তান গঠনে মায়ের ভূমিকা

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(৩য় কিস্তি)

আদর্শ মা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় সূরা বাক্বারাহর শেষ ২ আয়াত পাঠ করবেন। তাহলে সেটি তার ও তার সন্তানের জিন-ইনসানের সকল অনিশ্চিন্তা এবং রাতের সকল প্রকার বিপদ থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, *الْأَيَّانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ*, 'যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, এটাই তার (রাত্রির বিপদাপদ হতে বাঁচার) জন্য যথেষ্ট হবে' (বুখারী হা/৫০৪০; মুসলিম হা/৮০৭; মিশকাত হা/২১২৫)।

সন্তান একটু বড় হলে মা তাকে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা ইখলাছ, ফালাক ও নাস ছহীহভাবে মুখস্থ করাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন এবং আস্তে আস্তে মুখস্থ করাবেন। ঘুমাতে যাওয়ার সময় সন্তানকে সুল্লাত মোতাবেক সেগুলো আমল করতে অভ্যস্ত করাবেন।

৬. সন্তানকে সাপ-বিছা দংশন করলে কুরআন পড়ে ফুক দেয়া : সন্তানকে সাপ, বিছা বা এ জাতীয় কিছু দংশন করলে মা দ্রুত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হবেন। অতঃপর সাথে

সাথে তিনি তাকে সূরা ফাতিহা ও কুরআনের অন্য আয়াত পড়ে পড়ে ফুঁক দিবেন। তাতে সন্তান আল্লাহর রহমতে আরোগ্য লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। যেমন হাদীছে এসেছে,

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর একদল ছাহাবী কোন এক সফরে যাত্রা করেন। তারা এক আরব গোত্রে পৌঁছে তাদের মেহমান হতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সে গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সব ধরনের চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হল না। তখন তাদের কেউ বলল, এ কাফেলা যারা এখানে অবতরণ করেছে, তাদের কাছে গেলে তোমাদের ভাল হত। সম্ভবত তাদের কাছে কিছু থাকতে পারে। ওরা তাদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল! আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আমরা সব রকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারো কাছে কিছু আছে কি? তাদের একজন বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আমি ঝাড়-ফুঁক করতে পারি। আমরা তোমাদের মেহমানদারী কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের জন্য মেহমানদারী করনি। কাজেই আমি তোমাদের ঝাড়-ফুঁক করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ কর। তখন তারা একপাল বকরীর শর্তে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল। তখন তিনি

গিয়ে 'আল-হামদু লিল্লাহি রবিবল 'আলামীন' (সূরা ফাতিহা) পড়ে তার উপর ফুঁক দিতে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে নিরাময় হল) যেন বন্ধন হতে মুক্ত হল এবং সে এমনভাবে চলতে ফিরতে লাগল যেন তার কোন কষ্টই ছিল না। (রাবী বলেন) তারপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। ছাহাবীদের কেউ কেউ বললেন, এগুলো বটন কর। কিন্তু যিনি ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন তিনি বললেন, এটা করব না; যে পর্যন্ত না নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এই ঘটনা জানাই এবং লক্ষ্য করি তিনি আমাদের কী নির্দেশ দেন। তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তোমরা কিভাবে জানলে যে, সূরা ফাতিহা ঝাড়-ফুঁকের দো'আ? তারপর তিনি বললেন, তোমরা ঠিকই করেছ। বটন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখ। এ বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসলেন' (বুখারী হা/২২৭৬)। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ফাতিহাকে রুকুইয়াহ বলেছেন (বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/২২০১)। এই সূরা পড়ে ফুঁক দিলে আল্লাহর হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

৫. সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হওয়া ও তাকে চুম্বন করা : সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হওয়া, তাকে দয়া করা, আদর-যত্ন করা এবং আন্তরিকভাবে তাকে ভালবাসা মায়ের কর্তব্য। মায়ের আদর, সোহাগ ও স্নেহে সন্তান হবে সবচেয়ে ভদ্র ও আদর্শ। সন্তানের

সামান্য কান্নাকাটি ও জ্বালা যন্ত্রনায় মা রাগারাগি করে তাকে আঘাত করবেন না। কারণ মায়ের অসাবধানতা বশত আঘাতে সন্তান চিরতরে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি, রাজশাহী যেলার বাগমারায় জনৈক মায়ের অসাবধানতা বশত হাতের আঘাতে এক সোনামণির পিঠ চিরতরে কুঁজো হয়ে গিয়েছিল। তাকে চিকিৎসা করেও পরবর্তীতে সম্পূর্ণ সুস্থ করা যায়নি। তাই সন্তানের কান্নাকাটিতে মা তাকে স্নেহভরে বুকে তুলে চুম্বন করবেন। তাহলে তিনিও আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন। আর তিনি যদি সন্তানকে স্নেহ-ভালবাসা ও আদর না দেন তাহলে তিনিও আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা (নিজ দৌহিত্র) হাসান ইবনু আলী (রাঃ)-কে চুম্বন করলেন। তখন তাঁর কাছে আকরা ইবনু হাবিস (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। আকরা (রাঃ) বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে। আমি তাদের কাউকে চুম্বন করিনি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ 'যে ব্যক্তি দয়া করে না; তাকেও দয়া করা হয় না' (বুখারী হা/৫৯৯৭; মিশকাত হা/৪৬৭৮)।

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না,

আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না (বুখারী হা/৭৩৭৬; মিশকাত হা/৪৯৪৭)।

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُقْبَلُونَ الصَّبِيَّانَ فَمَا نُقْبَلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ .

একদা এক বেদুঈন, নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হল (সে দেখল নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ শিশুদের চুমু দিয়ে আদর করছেন)। অতঃপর সে বলল, তোমরা কি শিশুদের চুম্বন করো। আমরা তো শিশুদের চুম্বন করিনা। এটা শুনে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যদি আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা বের করে নেন, তবে আমি কি তা পুনঃপ্রবেশ করাতে পারব? (বুখারী হা/৫৯৯৮; মিশকাত হা/৪৯৪৮)।

অন্য হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحِيمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ 'আল্লাহ তা'আলা দয়ালুদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেন। তোমরা যমীনবাসীদের উপর দয়া করা, তাহলে আসমানবাসী তোমাদের উপর দয়া করবেন। রেহেম শব্দটি রহমান শব্দ থেকে উদ্গত। যে ব্যক্তি রেহেমের বন্ধন

ঠিক রাখবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে ব্যক্তি রেহেমের বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন' (তিরমিযী হা/১৯২৪; সিলসিলা ছহীহাহ তা/৯২২)।

একজন আদর্শ মা তার পরিবার ও সন্তানদের জন্য হবেন স্নেহ-ভালবাসা এবং মায়ামমতার কেন্দ্রস্থল। প্রত্যেক মুমিন নারী-পুরুষের এ উত্তম গুণটি অর্জন করা দরকার। ফলে তার মাধ্যমে পরিবারে কল্যাণের সুবাতাস প্রবাহিত হবে। অন্যথায় সে পরিবারে কল্যাণের আশা করা যায় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **الْمُؤْمِنُ مَأْلُفٌ وَلَا خَيْرَ** 'মুমিন ব্যক্তি প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার কেন্দ্রস্থল। তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে ব্যক্তি অন্যকে ভালবাসে না এবং অন্য ব্যক্তিও তার প্রতি ভালবাসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না' (বায়হাক্বী, শু'আব হা/৮-১১৯; মিশকাত হা/৪৯৯৫)।

মা যদি তার সন্তানকে আন্তরিকভাবে ভালবাসেন ও তার প্রতি দয়াশীল হন তাহলে তিনিও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে সৌভাগ্যবান হবেন। আর যে মা তার সন্তানকে আন্তরিকভাবে স্নেহ করে না সে বড়ই দুর্ভাগা ও আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, **سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ** **الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** 'আমি

আবুল কাসিম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), যিনি 'সত্যবাদী সত্যায়িত' তাঁকে বলতে শুনেছি, দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো অন্তর হতে দয়া ও অনুগ্রহ বের করে দেয়া হয় না' (আহমাদ হা/৮০০১; মিশকাত হা/৪৯৬৮)।

৫. নিজের চাহিদার উপর সন্তানের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া : শিশুদের মৌলিক চাহিদা ৫টি। যথা-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা। একজন আদর্শ মা তার সন্তানদের এ চাহিদাগুলো মেটাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। নিজের চাহিদার উপর তিনি সর্বদা সন্তানের চাহিদাকে প্রাধান্য দিবেন। নিজে পেট পুরে খেয়ে সন্তানকে অভুক্ত রাখবেন না। নিজে খাবার তৈরীর পর সন্তান ও স্বামীকে সাথে নিয়ে একত্রে খাবার গ্রহণ করবেন। অথবা সন্তানদের আগে খাবার পরিবেশন করবেন। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী একত্রে খাবেন। খাবার রান্নার পর নিজে আগে একাকী কখনই ভাল খাবারগুলো গোপনে খাবেন না। আবার নিজে উত্তম পোশাক পরে সন্তানকে নোংরা ও নিল্লেখ্যমানের পোশাক পরাবেন না। বরং তুলনামূলকভাবে সন্তানকে উত্তম খাদ্য ও পোশাক দিতে চেষ্টা করবেন। নিজে না খেয়ে থাকলেও সন্তানকে সাধ্যমত খাওয়ানো চেষ্টা করবেন। তাহলে ইহকাল ও পরকালে সন্তান তার উপকারী হিসাবে পরিগণিত হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, **دَخَلَتْ امْرَأَةً مَعَهَا** **ابْتَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا** **غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَفَسَمَتْهَا بَيْنَ**

ابْتَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ
فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا
فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ
'একদা
জনৈকা মহিলা আমার কাছে এলো।
তার সাথে তার দু'কন্যা ছিল। সে
আমার কাছে ভিক্ষা চাইল। তখন
আমার কাছে একটি মাত্র খেজুর ছাড়া
আর কিছু ছিল না। আমি সেটাই তাকে
দিলাম। সে খেজুরটি দু'কন্যার মধ্যে
ভাগ করে দিল এবং তা থেকে নিজে
কিছুই খেল না। অতঃপর সে উঠে চলে
গেল। এমন সময় নবী করীম (ছাঃ) ঘরে
প্রবেশ করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁকে
বললাম। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি
কন্যাদের ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হয়
এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে,
তাহলে এই কন্যাগণ তার জন্য
জাহান্নামের আগুনের মাঝে অন্তরায় হবে
(বুখারী হা/৫৯৯৫; মিশকাত হা/৪৯৪৯)।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَالَ
جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا
'যে ব্যক্তি দু'টি
কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করবে
বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, সে ব্যক্তি ও আমি
কিয়ামতের দিন এভাবে একত্রিত হব,
যেমন এ দু'টো অঙ্গুলি। এ বলে তিনি
নিজের দু'টো আঙ্গুল একত্রে মিলালেন
(মুসলিম হা/১৪৯; মিশকাত হা/৪৯৫০)।

[চলবে]

রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাবলী

মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম, শিক্ষক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

(২য় কিস্তি)

খাদ্যবস্তু ও পানীয় বস্তুর নিষেধাবলী

খাবারের মধ্যে কিছু খাদ্যবস্তু রয়েছে যা
বস্তুগত দিক থেকে নিষিদ্ধ। আর কিছু
খাদ্য কারণ বশত নিষিদ্ধ। আবার কিছু
খাদ্য রয়েছে যা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে
নিষিদ্ধ। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ
পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

ক. শরাব পান করা হারাম : আনাস
(রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
'একদিন আমি আবু তালহার বাড়ীতে
লোকজনকে শরাব পান করাচ্ছিলাম। সে
সময় লোকেরা ফাযীখ শরাব ব্যবহার
করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে
আদেশ করলেন, যেন সে এ মর্মে
ঘোষণা দেয় যে, সাবধান! শরাব এখন
হতে হারাম করে দেয়া হয়েছে। আবু
তালহা (রাঃ) আমাকে বললেন, বাইরে
যাও এবং সমস্ত শরাব ঢেলে দাও। আমি
বাইরে গেলাম এবং সমস্ত শরাব রাস্তায়
ঢেলে দিলাম। আনাস (রাঃ) বলেন, সে
দিন মদীনার অলিগলিতে শরাবের বন্যা
বয়ে গিয়েছিল। তখন কেউ কেউ বলল,
একদল লোক নিহত হয়েছে, অথচ
তাদের পেটে শরাব ছিল। তখন এ
আয়াত নাযিল হল, 'যারা ঈমান এনেছে
ও নেক আমল করেছে তারা যা আহর
করেছে তাতে কোন পাপ নেই, যখন

তারা তাকওয়া অবলম্বন করল এবং ঈমান আনল আর নেক আমল করল, তারপর তাকওয়া অবলম্বন করল ও ঈমান আনল। এরপরও তারা তাকওয়া অবলম্বন করল এবং সৎকর্ম করল। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' (মোয়েদাহ ৫/৯৩; বুখারী হা/২২৮৪)। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, নেশা সৃষ্টিকারী সকল বস্তুই মদ, আর সর্বপ্রকার মদই হারাম। ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ** 'সব নেশাদার দ্রব্য মদ ও সব ধরনের মদ হারাম। যে ব্যক্তি সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পান করবে এবং তওবা না করে মৃত্যুবরণ করবে সে পরকালে সুস্বাদু পানীয় পান করতে পাবে না' (মুসলিম হা/২০০৩; মিশকাত হা/৩৬৩৮)। আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর লোকের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিশাপ করেছেন। ১. যে লোক মদের নির্যাস বের করে ২. মদ প্রস্তুতকারক ৩. মদপানকারী ৪. যে পান করায় ৫. আমদানীকারক ৬. যার জন্য আমদারী করা হয় ৭. মদ বিক্রেতা ৮. মদ ক্রেতা ৯. মদ সরবরাহকারী এবং ১০. এর লভ্যাংশ ভোগকারী' (তিরমিযী হা/১২৯৫)।

খ. ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা : সুযোগ সন্ধানী ক্ষমতাশালীদের দ্বারা অধিকাংশ সময় দুর্বলরা নির্যাতিত হয়। সহযোগিতার নামে ইয়াতীমের চাচা, মামা বা প্রভাবশালী কেউ তার সকল দায়-দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নেয়। বড় হলে তার মাল তাকে বুঝিয়ে না দিয়ে তার ব্যাপারে সব খরচ হয়েছে বলে আত্মসাত করে। অথচ আত্মসাতের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا** 'নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে আর অচিরেই তারা প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে' (নিসা ৪/১০)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে বিরত থাকবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (ছাঃ) সেগুলো কী? তিনি (পঞ্চম নম্বরে) বললেন, ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা' (বুখারী হা/২৫৬০)।

গ. অধিক আহার অপসন্দনীয় : মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার (রহ.)-এর মাধ্যমে নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) ততক্ষণ পর্যন্ত আহার করতেন না যতক্ষণ না তাঁর সঙ্গে খাওয়ার জন্য একজন মিসকীনকে ডেকে আনা হত। একদা আমি তাঁর সঙ্গে বসে

খাওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসলাম। লোকটি অধিক আহার করল। তিনি বললেন, নাফি! এমন মানুষকে আমার কাছে নিয়ে আসবে না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মুমিন এক পেটে খায় আর কাফের সাত পেটে খায়' (বুখারী হা/৪৯৭৪)।

ঘ. হেলান দিয়ে আহার করা : আবু জুহায়ফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا أَكُلُ مَكْرًا 'আমি হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করি না' (বুখারী হা/৪৯৭৯)।

ইসলাম হেলান দিয়ে বসে খানা খেতে নিষেধ করেছে। কেননা হেলান দিয়ে বসে খাবারের মধ্যে তিনটি অপকারিতা রয়েছে।

১. সঠিক ভাবে খাবার চিবানো যায় না, ফলে যে পরিমাণ লালা খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হওয়ার কথা ছিল তা হয় না। যার কারণে পাকস্থলীতে মাড় বিশিষ্ট খাবার হজম হয় না, ফলে হজম প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. হেলান দিয়ে বসলে পাকস্থলী প্রশস্ত হয়ে যায়। যার ফলে অপ্রয়োজনীয় খাবার পেটে গিয়ে হজম প্রক্রিয়াতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৩. হেলান দিয়ে খাবারের ফলে অল্প এবং যকৃতের কার্যক্রম ব্যাহত হয়। একথা অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। (ডা. মুহাম্মাদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান)।

ঙ. উপুড় হয়ে খাওয়া নিষেধ : সালিম (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, ذَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কোন ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে আহার করতে নিষেধ করেছেন' (ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭০)।

চ. 'বিসমিল্লাহ' না বলে শিকার করা প্রাণী খাওয়া নিষেধ : আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে তীরের ফলার আঘাতে প্রাপ্ত শিকারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, তীরের ধারালো অংশের দ্বারা যেটি নিহত হয়েছে সেটি খাও। আর ফলকের বাঁটের আঘাতে যেটি নিহত হয়েছে সেটি 'অকীয' (অর্থাৎ খেতলে যাওয়া মৃতের মধ্যে গণ্য)। আমি তাঁকে কুকুরের দ্বারা প্রাপ্ত শিকার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, যে শিকারকে কুকুর তোমার জন্য ধরে রাখে সেটি খাও। কেননা কুকুরের ঘায়েল করা যবহর হুকুম রাখে। তবে তুমি যদি তোমার কুকুর বা কুকুরগুলোর সঙ্গে অন্য কুকুর পাও এবং তুমি আশঙ্কা কর যে, অন্য কুকুরটিও তোমার কুকুরের শিকার ধরেছে এবং হত্যা করেছে, তাহলে তা খেও না। কারণ তুমি তো কেবল নিজের কুকুর ছাড়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলেছ। অন্যের কুকুরের জন্য তা বলনি' (বুখারী হা/৫০৫৩)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

‘তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শুকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ভিন্ন কারো নামে যবেহ করা হয়েছে; এবং গলা চিপে মারা জন্তু, প্রহারে মরা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু ও অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তু হিংস্র প্রাণী খেয়েছে- তবে যা তোমরা যবেহ করে নিয়েছ, তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা বন্টন এগুলো গুনাহ। যারা কুফরী করেছে, আজ তারা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম ইসলামকে। তবে যে তীব্র ক্ষুধায় বাধ্য হবে, কোন পাপের প্রতি ঝুঁকে নয় (তাকে ক্ষমা করা হবে), নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পমর দয়ালু’ (মায়েদাহ ৫/৩)। অত্র আয়াতে ১০ প্রকার প্রাণী খেতে নিষেধ করা হয়েছে। সেই সাথে পূজার বেদিতে উৎসর্গীকৃত পশু নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি কেবল হিন্দুদের বেদী নয়; বরং মুসলমান নামধারী কবরপূজারীদের পীরের নামে উৎসর্গীত পশুকেও বুঝানো হয়েছে। কেননা এগুলো পরিষ্কারভাবে শিরক। যা ইতিপূর্বে মক্কার মুশরিকরা কা’বা গৃহে রক্ষিত দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে করত।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা : কুরআনের আয়াতগুলোতে যে সব হারাম খাদ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, সে সবের কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. মৃত প্রাণী হারাম : স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুযায়ী কোন মৃত প্রাণীর গোশত খাদ্য হিসাবে সর্বদা বর্জনীয় যা কুরআন অবিশ্বাসীরাও অনেকাংশে মেনে চলে। এর কারণ এই যে, কী কারণে প্রাণীটির মৃত্যু হয়েছে তা জানার অবকাশ নেই। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে মারাআক কোন সংক্রামক ব্যাধি যথা : যক্ষা, এনথ্রাকস ইত্যাদি অথবা কোন বিষাক্ত জিনিসের বিষ দ্বারা মৃত্যু ঘটেছে। যার প্রভাব সেই গোশত গ্রহণকারী মানুষের উপর বিস্তার করতে পারে। অতএব দেখা যায়, প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে নাযিলকৃত কুরআনের উল্লিখিত আয়াত নিশ্চয়ই বিজ্ঞান সম্মত।

২. রক্ত হারাম : পবিত্র কুরআনে রক্ত বলতে প্রবহমান রক্তকেই বুঝায়, যা যবাই করার সময় দেহ থেকে বেগে বহির্গত হয়। দুনিয়ার অধিকাংশ লোকই রক্তকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে না। প্রবহমান রক্তে নানারূপ বিষাক্ত জিনিস ও রোগ জীবাণু থাকতে পাও, যা বের হয়ে গেলে গোশত অধিক সময় ভাল থাকে। শুনা যায় যে, কেবল হিন্দুদের একাংশের এবং স্ক্যান্ডেনেভিয়ান নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশবাসীদের মাঝে পশুর রক্ত খাওয়ার প্রচলন আছে।

[চলবে]

সুস্থতা ও অবসর

নাজমুন নাঈম, ছানাবিয়া ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অশান্ত বিশ্ব। কোথাও নেই শান্তির ছায়া। পৃথিবী জুড়ে গুম, খুন, ধর্ষণ-নির্যাতন আজ যেন পাত্তা ভাত। সারা বিশ্বে মানুষের নিরাপত্তার অভাব। শান্তি যেন অধরা সোনার হরিণ। পৃথিবীতে আবার কিভাবে ফিরবে শান্তির ছায়া? এসব কত শত চিন্তা সারাক্ষণ ঘুরপাক খায় মাথার মধ্যে। শুধু কালো কালির অক্ষরে বাধার অপেক্ষা। সেখানে আরেক সমস্যা। চাইলেই তো আর লেখা হয়ে যায় না। প্রয়োজন পর্যাপ্ত সময়ের। একটু অবসর। ‘অবসর’ শব্দটা ব্যস্ত পৃথিবীতে ক্রমশঃ অপরিচিত হয়ে উঠছে। আমীর থেকে ফকীর সবাই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকেই। অবসর শুধু অসুস্থতার সময়ে। কিন্তু তখন তো আর কিছু করার সামর্থ্য থাকে না। তাই ‘অসুস্থতা’ আর ‘ব্যস্ততা’ এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি। হাসপাতালেই তা সবচেয়ে ভাল অনুভব করা যায়। একদিকে নানা রোগে আক্রান্ত রোগীদের আহাজারি, অন্যদিকে ডাক্তার-নার্সদের দৌড়াদৌড়ি। এর থেকে ভালো উদাহরণ হতেই পারে না। তবে কিছু মানুষ ব্যতিক্রম আছে, যারা সুস্থ শরীর নিয়েও অলস সময় পার করছে। মোবাইল, ফেসবুক কিংবা খেলাধুলা আর ঘুমই তাদের জীবন।

তাইতো আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আফসোস করে বলেছেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ، مِنْ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ‘দু’টি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় আছে। তা হল সুস্থতা ও অবসর’ (বুখারী হ/৬৪১২)।

কেউ সুস্থতা ও অবসর খুঁজে বেড়ায়। আর কেউ তা পেয়েও অবহেলায় নষ্ট করে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা খুব কম মানুষই বুঝে। কিন্তু যখন দাঁত পড়ে যায় তখন আফসোস করে। তাই সময় থাকতেই সময়কে কাজে লাগাতে হবে। আল্লাহ বলেন, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ فَارِغَبْ- ‘অতএব, যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই কঠোর সাধনায় রত হও এবং তোমার রবের প্রতি মনোনিবেশ কর’ (ইনশিরাহ্ ৯৪/৭-৮)।

আপনার নষ্ট করা এই সামান্য সময়ের মূল্য কত তা আপনি কি জানেন? তাকে জিজ্ঞেস করুন, যে এক মিনিটের জন্য ট্রেন বা বিমানের ফ্লাইট মিস করেছে। সেই জানে ১ সেকেন্ডের মূল্য কত। আর সুস্থতার উদাহরণ তো আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। এমনকি আপনিও যখন অসুস্থ হন সেই অসহায়ত্বের কথা স্মরণ করুন। যখন সুস্থ হন তখন আবার বেখেয়াল হয়ে পড়েন। এটাই তো বাস্তবতা। তাই তো রাসূল (ছাঃ) উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের

উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কেউ পা বাড়াতে পারবে না। ১. তার জীবন সম্পর্কে, কিসে তা অতিবাহিত করেছিল। ২. তার যৌবন সম্পর্কে, কিসে তা নিঃশেষ করেছিল। ৩. তার মাল সম্পর্কে, কোন পথে তা অর্জন করেছিল এবং ৪. কোন পথে তা ব্যয় করেছিল। ৫. তার ইলুম সম্পর্কে, তদনুযায়ী সে আমল করেছিল কি-না' (তিরমিযী হা/২৪১৬)।

সোনামণিদের মনে এমন প্রশ্ন জাগতেই পারে যে, অবসরে আমরা কী করব? সে কথায় যাওয়ার আগে একটা ঘটনা বলি, একদিন ক্লাসে স্যার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা অবসরে কী কর? ছাত্ররা ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিচ্ছে। কেউ পড়ে, কেউ ঘুমায় কেউবা খেতে পসন্দ করে। কিন্তু এক পর্যায়ে এক ছাত্র মজা করে বলল, স্যার, কিছু করলে তো আর সেটা অবসর থাকে না। স্যারের উত্তরটা ছিল আরো মজার। স্যার বললেন, অবসর সময়ে কি তোমার খণ্ডকালীন মৃত্যু ঘটে? কারণ মানুষ সব সময় কিছু না কিছু করে। মূলত অবসর বলতে, অবধারিত কাজের বাইরে ঐচ্ছিক কাজের সময়টাই বুঝায়। অবসর সময় আমরা কিভাবে কাটাব নিজে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হল।

১. কুরআন তেলাওয়াত

অবসরে সবচেয়ে ভাল কাজ হতে পারে কুরআন তেলাওয়াত। তাতে নেকী অর্জন ও মানসিক প্রশান্তি দু'টিই হয়। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল

(ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং কুরআন পড়া তার জন্য কষ্টদায়ক হয়, তার জন্য দুইগুণ নেকী রয়েছে' (বুখারী হা/৪৯৩৭; মিশকাত হা/২১১২)। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কুরআন তেলাওয়াতকারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, (কুরআন) পাঠ কর ও (জান্নাতের) মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। সুতরাং সে পাঠ করবে এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদায় উন্নীত হবে। এভাবে সে তার (মুখস্থ করা) শেষ আয়াতটুকুও পড়ে ফেলবে' (আহমাদ হা/১১৩৭৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮০)।

২. ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা

বই মানুষের সবচেয়ে ভাল বন্ধু। বই যার সঙ্গী নিঃসঙ্গতা বা অজ্ঞতা তাকে কখনো গ্রাস করতে পারে না। উভয় জগতে সাফল্যের জন্য পড়ার বিকল্প নেই। জানতে হলে পড়তে হবে। পড়ার মধ্য দিয়েই আল্লাহ ও তাঁর বিধি-বিধান সম্পর্কে জানা যাবে। এজন্যই আল্লাহ সর্বপ্রথম পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক হতে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না' (আলাক ৯৬/১-৫)।

৩. আত্মসমালোচনা

অত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন আত্মসমালোচনা। আত্মসমালোচনা করলে নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো বুঝা যায়। তাবেঈ মাইমুন ইবনে মিহরান বলেন, ‘কোন ব্যক্তি খাঁটি মুত্তাকী হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে আত্মসমালোচনা করবে’। নিজের একদিন বা এক সপ্তাহের কর্মের হিসাব করা ও সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যরুরী।

৪. পিতা-মাতার সেবা করা

পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে আপন পিতা-মাতা। তাদের সেবার মধ্যে রয়েছে জান্নাতে যাওয়ার অপূর্ব সুযোগ। শ্রিয় নবী (ছাঃ) বলেন, ‘তার নাক ধুলোয় মলিন হোক। এক কথাটি তিনি তিন বার বললেন। জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কে সে ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতার কোন একজনকে বা উভয়কে বার্ষিক্য অবস্থায় পেল, অথচ (তাদের খিদমত করে) সে জান্নাতে প্রবেশ করল না’ (মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২)। তিনি আরও বলেন, رِضَاءُ اللَّهِ فِي رِضَاءِ الْوَالِدِ، رِضَاءُ اللَّهِ فِي رِضَاءِ الْوَالِدِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি (ইবনু হিব্বান হা/৪২৯)। তাই আমাদের উচিত পিতা-মাতার সেবা করে জান্নাত লাভ করা।

৫. রোগীর সেবা করা

অসুস্থকে সেবা করা রাসূল (ছাঃ)-এর একটি সুন্নাত। তিনি সবসময় অসুস্থকে দেখতে যেতেন। এটি একজন মুসলিম হিসাবে অন্য মুসলিমের জন্য কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি হক্ব বা অধিকার রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল, مَرَضٌ يَعُوذُهُ إِذَا مَرَضَ ‘যখন কোন মুমিনের রোগ-ব্যাদি হয়, তখন তার সেবা করা’ (তিরমিযী হা/২৭৩৭; মিশকাত হা/৪৬৩০)। তাই আমাদের উচিত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অসুস্থকে দেখতে যাওয়া এবং প্রয়োজনে তার সেবা করা।

৬. ভাল কাজে পরস্পরে সাহায্য করা

ভাল কাজে পরস্পরে সাহায্য সহযোগিতা করা একজন প্রকৃত মুমিনের কাজ। আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ‘সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না’ (মায়েদাহ ৫/২)। সমাজে একটা ভাল কাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যখন কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখন আমাদের উচিত তাকে সাহায্য করা। যাতে করে তার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। আমাদের অল্প সাহায্য হতে পারে সমাজের জন্য অনেক বড় অবদান। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে রত

থাকেন, 'যতক্ষণ সে তার অপরাধ ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' (মুসলিম হা/২৬৯৯)।

৭. তাসবীহ-তাহলীল করা

অলস মস্তিষ্ক শয়তানের ঘাঁটি। সুতরাং অলসভাবে অবসর সময় কাটালে শয়তান আমাদের নানা রকম ওসওসা প্রদান করে। তাই আমাদের উচিত অবসর সময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাসবীহ তাহলীল পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রত্যাহিক (প্রদেয়) ছাদাক্বাহ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক তাহমীদ ছাদাক্বাহ, প্রত্যেক তাহলীল ছাদাক্বাহ এবং ভাল কাজের আদেশপ্রদান ও মন্দ কাজের নিষেধ করা ছাদাক্বাহ' (মুসলিম হা/৭২০)।

৮. দাওয়াত প্রদান করা

দাওয়াত প্রদান মুমিনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবসর সময়ে দ্বীনী দাওয়াত প্রদান করলে একদিকে যেমন সময়ের সঠিক ব্যবহার করা হবে অন্যদিকে আল্লাহর হুকুম পালন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ 'হে রাসূল, তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও এবং যদি তুমি

না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না' (মায়েরাহ ৫/৬৭)। তিনি আরও বলেন, وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا

'তোমার রবের প্রতি তুমি আহ্বান কর এবং তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' (ক্বাছাছ ২৮/৮৭)। তিনি অন্যত্র বলেন, ادْعُ إِلَىٰ

سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রব-ই জানেন কে তাঁর পথ থেকে দ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন' (নাহল ১৬/১২৫)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে মানুষকে ডাকে তার জন্য ঠিক ঐ পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যে পরিমাণ ছওয়াব পাবে তাকে অনুসরণকারীদের। এতে অনুসরণকারীদের ছওয়াব সামান্যতম কমবে না' (মুসলিম হা/২৬৭৪; মিশকাত হা/১৫৮)।

৯. দ্বীনী বৈঠকে অংশগ্রহণ করা

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার সকল কিছু

হতে উত্তম' (বুখারী হা/২৭৯২; মিশকাত হা/৩৭৯২)। তাই আমাদের অবসর সময়ে দ্বীনী বৈঠকে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় সময় ব্যয় করা উচিত।

১০. শরীর চর্চা করা

শরীর চর্চা একটি ভালো অভ্যাস। কথায় আছে, A sound mind in a sound body 'সুস্থ দেহে সুন্দর মন'। অর্থাৎ সুন্দর মনের জন্য প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা। এছাড়া শত্রুর মনে শঙ্কা সৃষ্টির জন্য এর জুড়ি মেলা ভার।

উপসংহার

মাওলানা আকরাম খাঁ বলেছেন, 'পৃথিবীতে যা কিছু হয়েছে তা ব্যস্ত লোকেরাই করেছে' (সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী)। তাই আসুন! অবসরকে অলসতায় নষ্ট না করে দ্বীনের পথে কাজে লাগাই। আল্লাহ আমাদের অবসর সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর তাওফীক দান করুন-আমীন!

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখো, যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার প্রতি সদ্যবহার কর এবং নিজের বিরুদ্ধে হলেও সত্য কথা বল' (ছহীহাহ হা/১৯১১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৬৭)।

হাদীছের গল্প

সালাম অনুমতির মাধ্যম

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পরিচালক, সোনামণি
সাতক্ষীরা সাংগঠনিক খেলা।

ইসলামে পরস্পরিক অভিবাদনের সুন্দর মাধ্যম হল সালাম। সালাম অর্থ শান্তি। সালামের মাধ্যমে একে অন্যের কল্যাণ কামনা করা হয় এবং বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা নেকী দান করেন। সালামের মাধ্যমে অন্যের গৃহে প্রবেশের অনুমতিও চাওয়া হয়। অনুমতি ছাড়া কারো গৃহে প্রবেশ করতে ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং এর গৃহবাসীদের সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর' (নূর ২৪/২৭)। সুতরাং অন্যের গৃহে প্রবেশের সর্বোত্তম মাধ্যম হল সালাম। ছাড়াবায়ে কেবল অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে সালাম দিতেন। ভেতর থেকে কোন উত্তর না পেলে ফিরে আসতেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি আনছারদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আবু মূসা (রাঃ) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসে বললেন, আমি তিনবার ওমর

(রাঃ)-এর নিকট অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হল না। তাই আমি ফিরে এলাম। ওমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম, আমি প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হল না। তাই আমি ফিরে এলাম। রসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায়। কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া না হয় তবে সে যেন ফিরে যায়। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে এ কথার উপর অবশ্যই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে কেউ আছে কি যিনি নবী (ছাঃ) থেকে এ হাদীছ শুনেছে? তখন উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার কাছে প্রমাণ দিতে দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠে দাঁড়াবে। আর আমি দলের সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, নবী (ছাঃ) অবশ্যই এ কথা বলেছেন' (বুখারী হা/৬২৪৫)।

শিক্ষা :

১. সালামের মাধ্যমে অনুমতি নিতে হবে।
২. অনুমতি গ্রহণে তিনবার সালাম দিতে হবে।
৩. তিনবার সালাম দিয়ে অনুমতি না পেলে ফিরে আসতে হবে।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

পিতা-মাতার জন্য দো'আ :

رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا-

উচ্চারণ : রাব্বির হাম্‌ছমা কামা রাব্বাইয়া-নী ছাগীরা।

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! তাদের (পিতা-মাতা) উভয়ের প্রতি তুমি রহম কর যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' (বানী ইসরাঈল ২৪)।

পিতা-মাতার ষোলআনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী দেখার সাথে সাথে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করবে।

আল্লাহর রহমত কামনা ও ক্ষমা চাওয়ার দো'আ :

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَاَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ-

উচ্চারণ : রাব্বানা আ-মান্না ফাগ্‌ফির্‌ লানা ওয়ারহামনা ওয়া আন্তা খাইরুর রা-হমীন।

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি রহম কর। তুমিতো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু' (মুমিনূন ১০৯)।

বিশ্লেষণ : সূরা মুমিনূনের সর্বশেষ আয়াতগুলো খুবই ফযীলতপূর্ণ ও বরকতময়। যা আল্লাহর রহমতে প্রত্যেক উদ্ভিষ্ট ও কাম্য বস্তু অর্জিত হওয়াকে

অন্তর্ভুক্ত রেখেছে। আর মাগফিরাত কামনায় ক্ষতিকর বস্তু দূর করাকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে (ইবনে কাছীর)। উক্ত দো'আ প্রত্যেক মুমিনের ইহকাল ও পরকালের জন্য খুবই উপকারী।

নিজ স্ত্রী ও সন্তানাদির জন্য দো'আ :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا-

উচ্চারণ : রাক্বানা হাবলানা মিন আবাওয়া-জিনা ওয়া যুররিইয়া-তিনা কুররাতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ'আলনা লিলমুত্তাক্বীনা ইমা-মা।

অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ কর' (ফুরক্বান ৭৪)।

বিশ্লেষণ : আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সৎকর্ম ও সংশোধন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন না; বরং তাদের সন্তানাদি ও স্ত্রীদের আমল সংশোধন ও আমল উন্নত করার চেষ্টা করেন। আল্লাহ উক্ত আয়াত দ্বারা গোটা পরিবার উন্নত করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু উন্নত করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাই প্রত্যেক কাজেই আল্লাহর উপর ভরসা করে তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার শিক্ষা তিনি দিয়েছেন।

শুকরিয়া আদায়ের দো'আ (সুলায়মান আঃ-এর দো'আ) :

رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ-

উচ্চারণ : রাবিব আওবি'নী আন্ আশ্কুরা নি'মাতাকা-ল্লাতী আন্ আমতা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ'মালা ছা-লিহান্ তারযা-হ ওয়া আদখিলনী বিরাহ্‌মাতিকা ফী 'ইবা-দিকাছ ছা-লিহীন।

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে'মত তুমি দান করেছ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দান কর। আর আমি যাতে তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' (নামল ১৯)।

উৎস : সুলায়মান (আঃ) তাঁর সেনাবাহিনী জিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে সমবেত করে সেনা পরিচালনা করে পিপীলিকা অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছলে তিনি শুনতে পেলেন, পিপীলিকাদের সরদার সবাইকে ডেকে বলছে, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথা সুলায়মান ও তাঁর সেনাবাহিনীর অজ্ঞাতসারে তোমরা তাদের পদপিষ্ট হ'তে পার। সুলায়মান (আঃ) উক্ত কথা শুনে মুচকি হাসলেন ও আল্লাহর নে'মতের শুকরগুজার করতে উক্ত বাক্যগুলো দ্বারা দো'আ করেন (ইবনে কাছীর, নামল ১৬-১৯ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র)।

সুতরাং আমাদের উপর কোন নে'মত আসলে আমাদেরও শুকরিয়া আদায় করা দরকার।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ২৪-২৬)।

গল্পে জাগে প্রতিভা

উচিত শিক্ষায় নেশা ত্যাগ

রবীউল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

তাহের আলী অদ্ভুত নেশাখোর। বিড়ি, সিগারেট, তামাক, গাজা থেকে শুরু করে হিরোইন, ফেন্সিডিল, ইয়াবা সব খায়। বাড়ীর লোকেরা তার এই আচরণে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত। কিন্তু কেউ তাকে এ কাজ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেনা। তাহেরের একমাত্র পুত্র সন্তান নাস্টম। সে গ্রামের স্কুলে ৫ম শ্রেণীতে পড়ে। পড়াশুনায় বেশ ভাল। উপস্থিত বুদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে শিক্ষকদের কাছ থেকে উৎসাহ পুরস্কারও পায়। একদিন সকালে নাস্টম স্কুলে বের হচ্ছে। পরীক্ষা আছে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। ব্যাগ গুছিয়ে কাছে নিতেই বাবার ডাক পড়ল। বাবার কাছে গিয়ে বলল, কী বলছেন, আব্বু? তাহের আলী বলল, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসে দাও। নাস্টম বলল, বাবা আমার পরীক্ষা আছে দ্রুত যেতে হবে। তাহের আলী বলল, আমি যা বলছি তা কর। নাস্টম বাধ্য হয়ে সিগারেটের জন্য দোকানে বের হল। এরই মধ্যে চিন্তা করল, সিগারেট খেয়ে আমার বাবা জীনটাকে শেষ করে দিল। কিন্তু এ টাকা দিয়ে যদি ফলমূল খায় তাহলে তো তিনি শরীরিকভাবে উপকৃত হবেন। এ ভেবে সে সিগারেট না কিনে

ফলের দোকান থেকে দু'টি কমলা কিনল। এ জন্য বেশ কিছু সময় লেগে গেল। এদিকে সিগারেট নিশায় বাবা অস্থির। বাড়ীতে ঘরের কোণায় পড়ে থাকা সিগারেটের টুকরো টুকরো অংশগুলো পান করল। কিন্তু তাতেও নেশা গেলনা। ইতোমধ্যে নাস্টম বাড়ী ফিরল। নাস্টমকে দেখেই বাবা বলল, এক প্যাকেট সিগারেট আনতে এতো সময় লাগে? নাস্টম বলল, বাবা সিগারেটের দোকানে গিয়ে সিগারেট চাইলাম। দোকানদার আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট দিল। হাতে নিয়ে দেখলাম, প্যাকেটের গায়ে লিখা আছে 'ধূমপান মৃত্যুর কারণ'। সেখানে বসে চিন্তা করলাম। সন্তান হয়ে পিতার অকাল মৃত্যুতে সহযোগিতা করব। তাই আপনার জন্য সিগারেটের পরিবর্তে দু'টি কমলা নিয়ে এসেছি। যা আপনার শরীরে উপকার করবে, কোন ক্ষতি করবেনা। সন্তানের উপস্থিত বুদ্ধিতে পিতার মাথা নীচু হয়ে গেল। সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাবা বলল, তুমি আমাকে উচিত শিক্ষা দিলে। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি আর কখনো কোন নেশা পান করবনা।

শিক্ষা :

১. যাবতীয় নেশাদার দ্রব্য হারাম।
২. নেশা করলে দোজাহানে ক্ষতির মধ্যে পড়তে হবে।
৩. উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে হবে।

পর্দার মহিমা

সুমাইয়া ইসলাম, শিক্ষিকা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমেনা বেগম একজন আদর্শ শিক্ষিকা। তিনি তার ছাত্রী ফারহানাকে হিজাব পরার কথা বললে, সে অমান্য করে। তিনি ভাবলেন, কিভাবে তাকে পর্দার বিধানের উপকারিতা বুঝানো যায়। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন চিন্তা করলেন। একদিন তিনি একটি লোহার দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন সেখানে লোহাগুলো খোলামেলা বাহিরে পড়ে আছে। বৃষ্টির পানির ছিটা লাগার কারণে কিছু লোহায় মরিচা ধরেছে। তিনি ভাবলেন, এটাই তো পর্দার উত্তম দৃষ্টান্ত। পরদিন মাদরাসায় গিয়ে ফারহানাকে আলাদা কক্ষে ডেকে তার পড়াশুনার খবর নিলেন। পরিবারের সবাই কেমন আছে জানতে চাইলেন। এভাবে কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,
আমেনা বেগম : তুমি কি কোন লোহার দোকান দেখেছ?
ফারহানা : জ্বী, দেখেছি।
আমেনা বেগম : তা কিভাবে রাখা হয়?
ফারহানা : খোলামেলাভাবে রাখা হয় আপা।
আমেনা বেগম : তুমি কি রুপার দোকান দেখেছ?
ফারহানা : জ্বী দেখেছি।
আমেনা বেগম : তা কিভাবে রাখা হয়?
ফারহানা : সংরক্ষণ করে রাখা হয়।
আমেনা বেগম : তুমি কি সোনার দোকান দেখেছ?

ফারহানা : জ্বী দেখেছি।
আমেনা বেগম : তা কিভাবে রাখা হয়?
ফারহানা : রুপার চেয়েও গুরুত্বসহকারে রাখা হয়।
আমেনা বেগম : তুমি কি হীরার দোকান দেখেছ?
ফারহানা : জ্বী এটাও দেখেছি।
আমেনা বেগম : এটা কিভাবে রাখা হয়?
ফারহানা : এটা স্বর্ণের থেকেও অধিক গুরুত্বসহ সংরক্ষণ করা হয়।
আমেনা বেগম : কেন সেটা জানো?
ফারহানা : কেননা সেটা অনেক মূল্যবান সম্পদ। আর যেন তার সৌন্দর্য ঠিক থাকে এবং চুরি না হয়ে যায়, তাই সংরক্ষণ করা হয়।
আমেনা বেগম মুচকি হেসে বললেন, সঠিক উত্তর! কিন্তু তুমি কি জানো, ইসলামে মহিলাদের মান-মর্যাদা হীরার চেয়েও অধিক মূল্যবান! তাই তুমি পর্দায় থাকবে।
এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফায়ত করবে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজেদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, স্বীয় মালিকানাধীন

ক বি তা গু চ্ছ

আযানের ধ্বনি

শফীকুল ইসলাম
কনইল, সদর, নওগাঁ।

দাসী, অধীনস্ত যৌনকামনা মুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তওবা কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (নূর ২৪/৩১)।

অতঃপর শিক্ষিকা তাকে আরোও উপদেশ মূলক বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিলেন এবং বললেন, তুমি যদি নিজেকে খোলামেলাভাবে অন্যের সামনে তুলে ধরো বা ছোট পোশাকগুলো পরতেই থাক, তাহলে মানুষ তোমাকে খোলা দোকানে রাখা লোহার মতই ব্যবহার করে ছুড়ে ফেলবে। তাই সময় থাকতে তুমি ফিরে এসো! আল্লাহ তা'আলা তোমায় হেদায়াতের আলোয় আলোকিত করুন!

অতঃপর মেয়েটি তার ভুল বুঝতে পারলো এবং স্বীয় কর্মের জন্য তওবা করল। তার চোখের সামনে ভাসতে থাকলো অতীতের কালো স্মৃতিগুলো।

শিক্ষা :

পর্দা নারীর ভূষণ। ইসলামের এ ফরয বিধান মানলে নারীদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তারা ইহকালে ও পরকালে সফলকাম হবে। তাই প্রত্যেক নারীর উচিত এ বিধান মেনে চলা।

আযানের ধ্বনি সুমধুর ধ্বনি
শোনো ভাই কান পেতে,
বাতাসের মাঝে ভাসে সেই ধ্বনি
মসজিদ মিনারেতে।

ঘুম থেকে ওঠো আর ঘুম নয়,
বিছানার ঘুম বিছানায় রয়,
ওযু করে নাও ছালাতের তাড়া
এখুনি সময় যেতে;

আযানের ধ্বনি সুমধুর ধ্বনি
শোনো ভাই কান পেতে।
আযানের ধ্বনি শুনতে চাইলে
জানালাটা রাখো খুলে,
সময়ের ঘড়ি বাজে টিক টিক
চেয়ে দেখো আঁখি তুলে।

মুয়াযযিনতো ডাকে মধু স্বরে,
কারো কারো চোখ তবু ঘুমে ভরে,
ঘুমে কেন বলো হবে দিশেহারার
ইবাদত করো জাগি;

আলসেমী সব ধুয়ে মুছে যাক
ওরে প্রিয় অনুরাগী।
আযানের প্রতি যার মন-প্রাণ
হয়ে যায় একাকার,
তার কাছে ঘুম ছালাতের টানে
হয়ে যায় ছারখার।

মসজিদে চলো মুসলিম ভাই,
কাঁধে কাঁধ মিলে ছালাতে দাঁড়াই,
হিংসা, বিদ্বেষ এসো দূর করি
মোরা মুসলিম জাতি,
সারা পৃথিবীর সব ভাই
মোরা আযানের সুরে মাতি।

কর্তব্য

মাহমুদা, দাওরা শেষ বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মোদের আমল যেন হয় সুসজ্জিত
মেরুদণ্ড হয় যেন সর্বদায় উজ্জীবিত।

রাখব মোরা সুদৃঢ় মনোবল
হকের উপর থাকব অটল।

সততা মোদের সুগন্ধি সুলভ
যেখানে রয়েছে অশেষ ছওয়াব।
জাগিয়ে তুলতে ইসলামী সংস্কৃতি
ঝেড়ে ফেলে দিব যত অপসংস্কৃতি।
জ্ঞানের ভুবনে থাকব প্রতি মুহূর্ত
অবসর সময়ে থাকব তাসবীহরত।
প্রভুর কাছে সর্বদা এই প্রার্থনা করি।

হিংসা

রুহমা তাবাসুসুম, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হিংসা হল মানব মনের
কঠিন ব্যাধির নাম,
এই ব্যাধিটি থাকলে মনে
পাবেনা পরিত্রাণ।
জেনে রাখ ছোট্ট সোনামণি!
হিংসা হল মরণ ব্যাধি
গোনাহু অনেক খানি।
হিংসা হল মন্দ স্বভাব
ঈর্ষা করতে পার,
ঈর্ষা হল চেষ্টা করা
অন্যের দেখে ভাল।
হিংসা ধরায় স্বজন মাঝে
অশান্তির সৃষ্টি,
সমাধান পেতে হলে
রাখ অহি-র প্রতি দৃষ্টি।

আদব

হাবীবা তাসনীম, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

A.B.C

ভবিষ্যতে আলেমা হব
প্রত্যাশা করেছে।

D.E.F

লেখাপড়ায় কখনো
দিবনা গ্যাপ।

G.H.I

আল্লাহ সবার বড়
তাহার উপর নাই।

J.K.L

লেখাপড়া না করলে
নির্ঘাত করবে ফেল।

M.N.O

গুনাহের কাজ
কর না কখনো।

P.Q.R

লেখাপড়ায় ভাল হতে
চেষ্টা কর বারবার।

S.T.U

মৃত্যুর পর দিতে হবে
কবরে ইন্টারভিউ।

V.W.X

সব সময় গুছিয়ে রাখ
পড়ার ডেস্ক।

Y.Z

ভোর বেলা পড়তে বস
ছেড়ে দিয়ে বেড।

চিঠি

চিঠিটা আমার নিজের প্রতি

মূল : কেশ

অনুবাদ : আসাদুল্লাহ আল-গালিব
বি.এ (অনার্স), ১ম বর্ষ
ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রিয় আমি,

চিঠিটা আমার পক্ষ থেকে আমার নিজের প্রতি। আমি এটা লিখছি, কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর সাহায্য করতে চাই। আমি চাই, বর্তমানে তুমি যে সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার সমাধানে তুমি কিছু কর। আমি জানি, যে পরামর্শ তোমাকে আমি দিতে যাচ্ছি তুমি তা মানতে পারবে।

কিছু কিছু দিন রয়েছে যেগুলো মোকাবেলা করাটা কঠিন। এতে মন খারাপ করার কিছু নেই, কারণ এটা তো জীবনেরই অংশ। কেবল তোমারই না, প্রত্যেকেরই ভাল দিন যায় আবার খারাপ দিনও যায়। সবার বেলায়ই জীবনটা আনন্দ-বেদনায় পরিপূর্ণ। আমরা যদি খারাপ সময়টাকে মোকাবেলা করতে শিখি, তাহলে যে কোনো কিছুর জন্য আমরা প্রস্তুত থাকতে পারব।

তোমার কাজ হল একটা পরিবর্তন নিয়ে আসা। অন্যকে দেওয়ার মত অনেক ভাল কিছুই তোমার মধ্যে আছে। যে উপায়ে তুমি অন্যদের সাহায্য করতে পারবে বা আরও ভাল বন্ধু হতে পারবে, সে উপায়টা চিন্তা করে বের কর। মানুষ

পরিবর্তনে ভয় পায়, কারণ সেটা একটু অন্যরকম। যেহেতু সামনে কী ঘটেতে যাচ্ছে তা তুমি জানো না, তাই তুমি তোমার মত কাজ করে যাও।

পরিবর্তন নিয়ে কেবল ভাবতে থাকার চেয়ে সেটা শুরু করে দেয়াই ভাল। সব সময় সুন্দর করে কথা বল। যদি লোকে খারাপ কিছু বলে বা খারাপ কিছু করে, তুমি পাঁচটা খারাপ কিছু বলতে বা করতে যেওনা। কারণ তুমি হয়তো ভবিষ্যতে একথা বলতে পারবে, 'আমি খুশি যে, আমি তখন বিনয়ী ছিলাম'।

অতীতকে অতীতেই রেখে দাও। অতীতে যা ঘটেছে তা যেন তোমাকে পেছন থেকে টেনে ধরে না রাখে। তুমি যা শিখেছ, তা দিয়েই তুমি আরও প্রাণবন্ত ও উদ্যমী হও। একজন ভাল মানুষ হতে এবং অন্যদের সাহায্য করতে তুমি যা শিখেছ তাই কাজে লাগাও। তারপর আজকের দিনটা নিয়ে ভাবতে শুরু কর।

একই সাথে, যে সমস্যার মধ্য দিয়ে তুমি যাচ্ছে, তা যেন তোমাকে পেছনের দিকে ঠেলে না দেয়। কোনো কিছু করতে পারোনি বলে অজুহাত দেখাবে না। কারণ যখন তুমি অজুহাত দেখাও, তখন আসলে তুমি তোমার লক্ষ্যটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেল। অতএব (অজুহাত বাদ দিয়ে) কিভাবে তুমি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে তার উপায় খুঁজে বের করো।

নতুন লক্ষ্যপানে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়াটা কঠিন। তুমি কি নতুন কোনো খেলা শুরু করতে চাও বা সায়েন্স ক্লাসে আরো ভালো করতে চাও? তাহলে আগে

একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করো। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সামনে এগোতে শুরু করো। যদিও প্রথম পদক্ষেপ নেওয়াটা একটু কঠিন মনে হতে পারে।

এটা হয়তো মনে হতে পারে যে, তুমি বোধহয় তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। এই ধরনের আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। কিছু মানুষ খুবই ভীত এবং মনে করে যে, তাদের পরিকল্পনাটা মনে হয় ঠিকঠাক কাজ করবে না। তোমারও হয়তো পরিকল্পনাটা বাদ দেয়ার কথা মনে হতে পারে। (কিন্তু না), শুধু এটা ভাবো যে, যখন তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছাবে, তখন তোমার কতো ভালো লাগবে।

যাদেরকে তুমি খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখো তোমার বাবা-মা, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব তারাও কিন্তু ভয় পায়, চিন্তিত হয়। মনে হতে পারে যে, তারা কিছুতেই ভয় পায় না। এটা ঠিক নয়, বরং তোমার মতো তারাও নতুন কিছু করতে যেয়ে দুশ্চিন্তা করেছে। কিন্তু সেই দুশ্চিন্তা তাদেরকে তাদের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। অতএব এটা যেন তোমাকেও বিরত রাখতে না পারে।

তুমি তোমার স্বপ্ন আর লক্ষ্য নিয়ে ভাবতে থাকো। তুমি কীভাবে শুরু করবে? তোমার পদক্ষেপ কী হবে? নিজের জন্য, অন্যদের জন্য তুমি কী করতে চাও? এসব ভেবে দেখো। আর নিজের প্রতি আস্থা রাখো। নিজেকে একজন সুপারহিরো মনে করো। (এখন) তুমি শক্তিশালী আর উদ্যমী।

দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলার এটাই সময়। খেলাধুলায় ভালো করা বা আগামী পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব। তুমি ভালো করতে পারবে এই বিশ্বাসই তোমাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটাকে বলে ইতিবাচক ভাবনা। যখন তুমি এগোতে থাকবে, তখন তোমার ভালো লাগবে। যখন তুমি ইতিবাচক চিন্তা করবে, তখন তোমার লক্ষ্যটা অনেক কাছে মনে হবে।

ভাল কিছু চিন্তা করা তোমাকে আনন্দ পেতে সাহায্য করবে। তুমি তোমার আশপাশের মানুষের প্রতি আরো বেশি হাসি-খুশি আর সদয় হও। আর এই জিনিসটাই প্রত্যেককে এক-একটা ভাল দিন পার করতে সাহায্য করে। তুমি তোমার বন্ধুদের বলো, তাদের পক্ষে আরো ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব বা তারাও সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে ভালো করতে পারবে। তাহলে তারাও হয়তো ইতিবাচকভাবে ভাবতে শুরু করবে।

উঠে দাঁড়াও আর চলতে শুরু করো। তুমি যদি তোমার আগের জায়গাতেই বসে থাকো, তাহলে তুমি একটুও সামনে যেতে পারবে না। তোমার চারপাশের সবকিছু বদলে যাচ্ছে। তাই তোমাকে নিজে থেকেই উঠে দাঁড়াতে হবে এবং ভাবনাগুলোকে বাস্তবায়ন করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

উঠে দাঁড়াও আর এগোতে শুরু করো। যাইহোক, মনে করো না যে, তোমার প্রত্যেকটা পদক্ষেপই সঠিক হবে। নতুন কিছু করতে আগে একটা পদক্ষেপ

দরকার। পদক্ষেপটা যে অনেক বড় হতে হবে তা নয়, বরং; একটা ছোট পদক্ষেপও পদক্ষেপ। এখন যদি সেটা ঠিকঠাক কাজ না করে, (তাতে সমস্যা নেই) কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও। তারপর নিজেই নিজেকে আবার চেষ্টা করতে বল।

তুমি শুরু করেছো, এজন্য একটু গর্বিত হও। কারণ, শুরু করাটাই কঠিন। অথচ তুমি তা করেছো। প্রথম পদক্ষেপ নেয়ার পর আরেকটা পদক্ষেপ গ্রহণ করো। এভাবে প্রতিটি পদক্ষেপ তোমাকে তোমার কাজক্ষিত বস্তুর আরো কাছাকাছি নিয়ে যাবে। আর এমনিভাবেই লক্ষ্যে পৌঁছানো পর্যন্ত পদক্ষেপ নিতেই থাকো। লক্ষ্যপানে চলার সময়, তোমার হঠাৎ ভয় লাগতে পারে। ভীত এবং শূন্য অনুভব করাটা স্বাভাবিক। যখন তুমি এই ধরনের অনুভূতির মুখোমুখি হবে, তখন মনে করবে, কেনো তুমি এই কাজটা করছো। নিজেকে এটা বলতে থাকো যে, তুমি তোমার মনকে যা-করার জন্য প্রস্তুত করবে, তুমি তাই করতে পারবে।

পথ চলতে গিয়ে তোমার অনেক সমস্যা হতে পারে। তুমি তোমার ধ্রুবতারার সন্ধান করো। আকাশের সত্যিকার ধ্রুবতারা মানুষকে দিকের সন্ধান দিয়ে সাহায্য করে। তোমার ধ্রুবতারা হল তোমার লক্ষ্য বা তোমার স্বপ্ন। আর এটাই তোমাকে পথ চলতে সাহায্য করবে।

পথ চলার সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখবে। চলার পথে নিজেকে উপভোগ করো আর

ঐসব দুশ্চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখো। এখন তুমি তোমার জীবনের যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছো তার জন্য গর্বিত হও। তোমার গ্রহণ করা প্রতিটি পদক্ষেপ থেকে তুমি যা শিখেছো তা নিয়ে ভাবো। আজকের দিনটা শুরু করার জন্য একটা পদক্ষেপ নাও। মনে রাখবে, পদক্ষেপটা যে অনেক বড় হতে হবে, তা কিন্তু নয়। একটা ছোট পদক্ষেপও তোমাকে তোমার লক্ষ্যের দিকে আরো-একটু এগিয়ে দিচ্ছে। একটু থামো, বুক ভরে শ্বাস নাও আর সামনে এগিয়ে যাও।

নিজের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি সদয় হও। যখন তুমি তোমার লক্ষ্যের আরো-কাছাকাছি চলে যাবে, তখন নিজের মাঝে আশা রাখবে। অন্যরা দেখবে যে, তুমি তোমার সর্বোচ্চটা করছো এবং তারা তোমাকে দেখে আনন্দ পাবে। তারা হয়তো তাদের নিজেদের জন্য একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করে তোমার পথচলায় সহযাত্রী হতে পারে।

জীবনটাকে উপভোগ করো। কঠোর পরিশ্রম করো আর বিশ্বাস রাখো যে, তুমি সব পারো। মনে রাখবে, আমাকে তুমি তোমার পাশে পাবে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি আর তুমিও আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছানো পর্যন্ত, আমি অপেক্ষা করতে থাকবো।

ইতি,

তোমার ভালবাসার আমি।



প্রাচীন বিশ্বয়কর মানব সভ্যতা

মুয়াম্মিল হক, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রজাশাহী।

১. মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা

পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির পরে সর্ব প্রথম যে সভ্যতাটির সৃষ্টি হয় সেটি হচ্ছে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা। মেসোপটেমিয়ার জন্ম এতো আগে যে এর আগে অন্য কোন সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় ৩৩০০-৭৫০ খ্রি. পূর্ব পর্যন্ত এই সভ্যতাটি টিকে ছিল। ৮০০ খ্রি. পূর্বের দিকে তারা কৃষিকাজ আবিষ্কার করে এবং আস্তে আস্তে খাবার ও চাষাবাদের জন্য গৃহপালিত পশু পালন শুরু করে। যদিও এর অনেক আগ থেকেই মানুষের শিল্পকলার সাথে পরিচয় ঘটে; কিন্তু সেটি ছিল মানুষের সংস্কৃতির অংশ, সভ্যতার নয়।

২. সিন্ধু সভ্যতা



আরেকটি অনেক প্রাচীন সভ্যতার নাম ইনডুস সভ্যতা, ইন্ডাস উপত্যকা কে ঘিরে এই সভ্যতার জন্ম। বর্তমানের

পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং ভারতের দক্ষিণের কিছু অংশ এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইনডুস সবচেয়ে বিস্তৃত ছিল। প্রায় ১.২৫ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ছিল তাদের সাম্রাজ্য। এশিয়ার অন্যতম এক নদী ইনডুস নদী এবং দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান-এর মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘাজ্জার-হাক্রা নদীর তীরে এদের জনবসতি ছিল।

এই সভ্যতা অঞ্চলের নামানুসারে মহেঞ্জোদারো নামেও পরিচিত। ধারণা করা হয় এই সভ্যতা ২৬০০ খ্রিস্ট পূর্ব হতে ১৯০০ খ্রিস্ট পূর্ব পর্যন্ত ছিল। এই সভ্যতাটি আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং অনেক প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছিল যার অনেক নির্দশন এখনো ইন্ডুস ভ্যালীতে দেখাতে পাওয়া যায়। এই সভ্যতা নিপুণভাবে বস্তু দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় পরিমাপ করতে পারত।

৩. প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা

প্রাচীন মিসর একটি অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা। প্রাচীন মিসরীয়রা সুপরিচিত তাদের সংস্কৃতি, পিরামিড এবং স্পিংক্স এর ভাস্কর্য, ফারাও এর জন্যে এবং একসময় নীলনদের ধারে এই সভ্যতাটি পৃথিবীর অন্যতম রাজকীয় সভ্যতা হিসাবে পরিচিতি পায়। ৩১৫০ খ্রিস্ট পূর্বের দিকে মিসর-এর জন্ম হয়, প্রথম ফারাও এর শাসনে মিসর রাজনৈতিক ভাবে উচ্চ এবং নিচু এই দুই অংশে ভাগ ছিল।

মিসরের ইতিহাসকে বিভিন্ন যুগ ও সাম্রাজ্যে ভাগ করা হয়েছে যেমন : প্রাচীন সাম্রাজ্যের ব্রোঞ্জ যুগ, মধ্য সাম্রাজ্যের ব্রোঞ্জ যুগ এবং আধুনিক সাম্রাজ্যের ব্রোঞ্জ যুগ।

প্রাচীন মিসর আমাদের দিয়েছে অঠল পিরামিড, ফারাওদের মমি, সূর্য ঘড়ি, হিয়েরোগ্লাইপিক্সসহ অনেক কিছু যা আজো আমাদের অবাক করে।

৪. মায়া সভ্যতা



মধ্য আমেরিকাতে মায়া সভ্যতার জন্ম সম্ভবত ২৬০০ খ্রিস্ট পূর্বের দিকে। এই সভ্যতা বেশী আলোচিত। কারণ সর্ব প্রথম ক্যালেক্সর এই সভ্যতা আবিষ্কার করেছিল।

এই সভ্যতা সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে ক্রমে অনেক উন্নতি সাধন করে এবং একসময় ক্ষমতার শীর্ষে এসে ১৯ মিলিয়ন জনসংখ্যার উন্নত এক সভ্যতা হিসাবে সুপরিচিতি পায়। ৭০০ খ্রি. পূর্ব দিকে মায়ানরা নিজস্ব অক্ষও তৈরি করে এবং পাথরে সোলার ক্যালেন্ডার/সূর্য ঘড়ি খোদাই করে। তাদের মতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে ১১ই আগস্ট, ৩১১৪ খ্রিস্ট পূর্বতে, এই দিনটি থেকেই তাদের ক্যালেন্ডার শুরু হয় এবং শেষ হয় ২১শে

ডিসেম্বর, ২০১২ সালে। প্রাচীন মায়ানরা সংস্কৃতিতে অন্যান্য সভ্যতা থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। মায়ান এবং অ্যাজটেক উভয়ে বহু পিরামিড তৈরি করেছে যার অনেকগুলো মিসরের পিরামিড থেকে আকারে অনেক বড়। কিন্তু ৮ম/৯ম শতাব্দীর দিকে ১৯ মিলিয়ন জনসংখ্যার মায়ানরা হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় যা আজো রহস্য হয়ে রয়ে গেছে।

৫. প্রাচীন চীন সভ্যতা



প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম চীন যা হান চীন (Han China) নামেও পরিচিত এবং নিঃসন্দেহে এর ইতিহাস অন্যদের থেকে আলাদা। কেউ যদি চীনের প্রথম থেকে শেষ সবগুলো ডাইনেস্টি (Dynasty) নিয়ে আলোচনা করতে চায় তাহলে তা পুরোটা বলতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হবে। বলা হয় যে 'ইয়েলো রিভার' এর সভ্যতা থেকে চীন সভ্যতার জন্ম।

২৭০০ খ্রি. পূর্ব হলুদ সম্রাট সেখানকার (Yellow emperor) সিংহাসনে বসেন। একটি সময়ে সেখান বিভিন্ন ডাইনেস্টির জন্ম হয় যা একসময় একত্রিত হয়ে চীনের জন্ম দেয়। চীনের

প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় ২০৭০ খ্রি. পূর্বে ক্ষিয়া (xia) ডাইনেস্টি প্রথম চীনে শাসন করে। এরপর থেকে চীনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ডাইনেস্টি ক্ষমতায় আসে সর্বশেষ কুইং (Quing) ডাইনেস্টি ১৯২১ খ্রি. পূর্বে জিনহাই (Xinhai) বিপ্লবে পতনের মধ্য দিয়ে চীনের ডাইনেস্টি পতন ঘটে। এর সাথে সাথে শেষ হয় হাযার বছরের প্রাচীন চীনের ইতিহাস যা এখন পর্যন্ত ইতিহাসবিদ এবং সাধারণ মানুষ অবাক করে। তবে এর আগেই তারা বারুদ, কাগজ, ছাপাখান, মদ, কম্পাস, তোপ এর মত বহু আবিষ্কার পৃথিবীকে উপহার দিয়ে যায়।

৬. প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা



অন্যান্য সভ্যতার মত গ্রিক সভ্যতা তেমন পুরনো না হলেও এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় এই মানব সভ্যতায় সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন এনেছিল এই সভ্যতাটি। যদিওবা গ্রিক সভ্যতার জন্ম হয়েছিল সাইক্লাডিক (Cycladic) এবং মিনোয়ান (Minoan) সভ্যতা (2700 BC-1500BC) থেকে। কিন্তু আর্গোলিড (Argolid) এ অবস্থিত ফ্রানচ্টি

(Franchthi) গুহাতেও তাদের সভ্যতার নির্দশন পাওয়া যায় যা প্রায় ৭২৫০ খ্রি. পূর্বে পুরোনো। এই সভ্যতার ইতিহাস এতো বেশি সময় ধরে ছড়ানো ছিটানো যে গবেষণার সুবিধার জন্যে ইতিহাসবিদদের এই সভ্যতাকে বেশ কয়েকটি যুগ এ ভাগ করতে হয়েছে, এর মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয় যুগগুলো হচ্ছে আর্চাইক (Archaic), ক্লাসিকাল ও হ্যালেনেস্টিক (Hellenistic) যুগ।

সেইসব যুগে বেশ কয়েকজন গ্রিকের দেখা পাওয়া যায় যারা এই পৃথিবীকে বদলে দিয়েছিল। তাদের অনেককে নিয়ে এখনো গবেষণা করা হয়। গ্রিকরাই প্রাচীন অলিম্পিক উদ্ভব করেছিলো, গণতন্ত্র এবং সিনেট এর ধারণা তাদের কাছ থেকেই প্রসার পায়। তারা আধুনিক জ্যামিতি, প্রাণীবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান এর জনক।

পিথাগোরাস, আর্কিমিডিস, ইউক্লিড, প্লেটো, এরিস্টটল, আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট ইতিহাসের সর্বসত্তরে এসব গ্রিক মনীষীদের নাম পাওয়া যায় যাদের আবিষ্কার, খিওরি, জ্ঞান এবং সাহসিকতা পুরো মানব সভ্যতায় বিপ্লব এনেছিল।

‘মানুষের স্বাধীনতা অহি-র বিধান দ্বারা সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তাই মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা কাম্য, পশুত্বের স্বাধীনতা নয়। আর তা নিশ্চিত হতে পারে কেবলমাত্র তাকুওয়া বা আল্লাহতীতির মাধ্যমে’।

—প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

বাংলাদেশের যেলা সমূহের
প্রতিষ্ঠাকাল

মায়হারুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মোট যেলা ৬৪টি। নিম্নে বিভাগ অনুযায়ী
সাজানো হল। যথা-

১. ঢাকা বিভাগ

০১. ঢাকা - ১৭৭২ সাল।
০২. টাঙ্গাইল - ১৯৬৯ সাল।
০৩. গাযীপুর - ১৯৮৪ সাল।
০৪. নরসিংদী - ১৯৮৪ সাল।
০৫. মুন্সীগঞ্জ - ১৯৮৪ সাল।
০৬. নারায়ণগঞ্জ - ১৯৮৪ সাল।
০৭. মানিকগঞ্জ - ১৯৮৪ সাল।
০৮. কিশোরগঞ্জ - ১৯৮৪ সাল।

২. চট্টগ্রাম বিভাগ

০১. চট্টগ্রাম - ১৬৬৬ সাল।
০২. কুমিল্লা - ১৭৯০ সাল।
০৩. নোয়াখালী - ১৮২১ সালে।
০৪. রাঙ্গামাটি - ১৮৬০ সাল।
০৫. বান্দরবান - ১৯৮১ সাল।
০৬. খাগড়াছড়ি - ১৯৮৩ সাল।
০৭. ব্রাহ্মণবাড়িয়া - ১৯৮৪ সাল।
০৮. চাঁদপুর - ১৯৮৪ সাল।
০৯. লক্ষ্মীপুর - ১৯৮৪ সাল।
১০. কক্সবাজার - ১৯৮৪ সাল।
১১. ফেনী - ১৯৮৪ সাল।

৩. রাজশাহী বিভাগ

০১. রাজশাহী - ১৭৭২ সাল।
০২. বগুড়া - ১৮২১ সাল।
০৩. পাবনা - ১৮৩২ সাল।
০৪. জয়পুরহাট - ১৯৮৪ সাল।
০৫. নাটোর - ১৯৮৪ সাল।
০৬. সিরাজগঞ্জ - ১৯৮৪ সাল।
০৭. চাঁপাইনবাবগঞ্জ - ১৯৮৪ সাল।
০৮. নওগাঁ - ১৯৮৪ সাল।

৪. খুলনা

০১. যশোর - ১৭৮১ সাল।
০২. খুলনা - ১৮৮২ সাল।
০৩. কুষ্টিয়া - ১৮৬৩ সাল।
০৪. চুয়াডাঙ্গা - ১৯৮৪ সাল।
০৫. বাগেরহাট - ১৯৮৪ সাল।
০৬. ঝিনাইদহ - ১৯৮৪ সাল।
০৭. মেহেরপুর - ১৯৮৪ সাল।
০৮. সাতক্ষীরা - ১৯৮৪ সাল।
০৯. নড়াইল - ১৯৮৪ সাল।
১০. মাগুরা - ১৯৮৪ সাল।

৫. বরিশাল বিভাগ

০১. বরিশাল - ১৭৯৭ সাল।
০২. পটুয়াখালী - ১৯৮৪ সাল।
০৩. বরগুনা - ১৯৮৪ সাল।
০৪. ভোলা - ১৯৮০ সাল।
০৫. ঝালকাঠী - ১৯৮৪ সাল।
০৬. পিরোজপুর - ১৯৮৪ সাল।

৬. সিলেট বিভাগ

০১. সিলেট - ১৭৭২ সাল।
 ০২. মৌলভীবাজার - ১৯৮৪ সাল।
 ০৩. হবিগঞ্জ - ১৯৮৪ সাল।
 ০৪. সুনামগঞ্জ - ১৯৮৪ সাল।
৭. রংপুর বিভাগ

০১. রংপুর - ১৮৭৭ সাল।
 ০২. দিনাজপুর - ১৭৮৬ সাল।
 ০৩. নীলফামারী - ১৯৮৪ সাল।
 ০৪. গাইবান্ধা - ১৯৮৪ সালে।
 ০৫. কুড়িগ্রাম - ১৯৮৪ সাল।
 ০৬. লালমনিরহাট - ১৯৮৪ সাল।
 ০৭. পঞ্চগড় - ১৯৮০ সাল।
 ০৮. ঠাকুরগাঁও - ১৯৮৪ সাল।

৮. ময়মনসিংহ বিভাগ

০১. ময়মনসিংহ - ১৭৮৭ সাল।
 ০২. জামালপুর - ১৯৭৮ সাল।
 ০৩. নেত্রকোণা - ১৯৮৪ সাল।
 ০৪. শেরপুর - ১৯৮৪ সাল।

৯. পদ্ম বিভাগ

(প্রস্তাবিত)

০১. ফরিদপুর - ১৮১৫ সাল।
 ০২. শরীয়তপুর - ১৯৮৪ সাল।
 ০৩. মাদারীপুর - ১৯৮৪ সাল।
 ০৪. গোপালগঞ্জ - ১৯৮৪ সাল।
 ০৫. রাজবাড়ী - ১৯৮৪ সাল।

[বি.দ্র. প্রস্তাবিত অত্র বিভাগের খেলাগুলো ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল]

দেশ পরিচিতি

ভিয়েতনাম

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : সোশ্যালিস্ট
রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম।

রাজধানী : হ্যানয়।

আয়তন : ৩,৩১,৬৯০ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৯.৪৪ কোটি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.১%।

ভাষা : ভিয়েতনামিজ।

মুদ্রা : ডং।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : আদিবাসী
(৪৫.৩%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৪%।

মাথাপিছু আয় : ৫,৩৩৫ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৭৫.৯ বছর।

সরকার পদ্ধতি : রাষ্ট্রপতি শাসিত।

স্বাধীনতা লাভ : ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫
সাল।জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২০শে
সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ সাল।

‘সন্তানের জন্য অধিক সম্পদ
জমা না করে, সন্তানকেই সম্পদ
বানিয়ে যান! সু-শিক্ষিত ও আদর্শ
সন্তানই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ’

যে লা প রি চি তি

যশোর

যেলাটি খুলনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১৭৮১ সাল।

সীমা : যশোর যেলার উত্তরে ঝিনাইদহ ও মাগুরা যেলা; দক্ষিণে সাতক্ষীরা ও খুলনা যেলা; পূর্বে নড়াইল ও খুলনা যেলা এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত।

আয়তন : ২,৬০৬.৯৪ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ৮টি। যশোর সদর, অভয়নগর, বাঘারপাড়া, শার্শা, মনিরামপুর, কেশবপুর, বিকরগাছা ও চৌগাছা।

পৌরসভা : ৮টি। যশোর, বাঘারপাড়া, নওয়াপাড়া, বেনাপোল, চৌগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, ও বিকরগাছা।

ইউনিয়ন : ৯১টি।

গ্রাম : ১,৪১৯টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : কপোতাক্ষ, ভৈরব, ভদ্রা প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : নবাব মীর জুমলার বাড়ী, সাগরদাঁড়ির মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ী, হাজী মুহাম্মাদ মুহসিনের নির্মিত ইমাম বাড়ী প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : মুহাম্মাদ মনীরুন্নাযমান (কবি, গীতিকার), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (কবি) প্রমুখ।

সংগঠন পরিচয়

খিরশিনটিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ১৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার শাহ মখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ বাদশাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও মারকায এলাকা 'যুবসংঘ' ছিরাতে মুস্তাক্বীম শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি তাওহীদুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সুমাইয়া খাতুন।

ভূগরইল মধ্যপাড়া, শাহ মখদুম, রাজশাহী ১৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ৬-টায় যেলার শাহ মখদুম থানাধীন ভূগরইল মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ মুসলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও মারকায এলাকা 'যুবসংঘ' ছিরাতে মুস্তাক্বীম

শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফাতেমা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাহমূদা খাতুন।

হুড়গ্রাম-পূর্ব শেখপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রাজপাড়া থানাধীনা হুড়গ্রাম-পূর্ব শেখপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও মারকায এলাকা 'যুবসংঘ' ছিরাতে মুস্তাক্বীম শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সানজীদা খাতুন।

হরিষারডাইং, শাহমখদুম, রাজশাহী ২৪শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ৬-টায় যেলার শাহ মখদুম থানাধীন হরিষারডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত 'সহজ কুরআন শিক্ষা' অত্র মসজিদের শিক্ষক মুহাম্মাদ শাহীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে

উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও 'মারকায ছানাবিয়া'র ১ম বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ যহরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-মা'রুফ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে যাকিয়া সুলতানা।

সোনারপাড়া, পবা, রাজশাহী ২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ৬-টায় যেলার পবা উপজেলাধীন সোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মুমিন ও 'মারকায কুল্লিয়া'র ১ম বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি তাবাসসুম আক্তার ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মায়েশা খাতুন।

ভূগরইল পশ্চিমপাড়া, শাহ মখদুম, রাজশাহী ২৫শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৬-টায় যেলার শাহ মখদুম থানাধীন ভূগরইল পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ বারাকাতুল্লাহর সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনা মণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও 'মারকায ছানাবিয়া'র ১ম বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ যছরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনা মণি মা'রুফা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ।

বাঁকাল, মাদরাসা, সাতক্ষীরা ১৮ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়াহ মাদরাসা মসজিদে সোনা মণি সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে সোনা মণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯-এর যেলা পর্যায়ের বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনা মণি'র পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'সোনা মণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুজাহিদুর রহমান ও অত্র মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা গোলাম সারোয়ার। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনা মণি

মুহাম্মাদ উমায়ের ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আশিক। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনা মণি'র সহ-পরিচালক ইসরাফিল হোসাইন।

খয়েরসুতী, পাবনা ১৮ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন খয়েরসুতী চার মাথার মোড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনা মণি পাবনা যেলার উদ্যোগে সোনা মণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯-এর যেলা পর্যায়ের বাছাই পর্বের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনা মণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সোহরাব আলী, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি তারিক হাসান, বর্তমান সভাপতি মুহাম্মাদ হাসান আলী, 'সোনা মণি'র যেলা সহ-পরিচালক রফীকুল ইসলাম ও আতাইকুলা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনা মণি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আবু ছালেহ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনা মণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল গাফফার।

প্রাথমিক চিকিৎসা

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য

ডা. আবু সাঈদ

শিশুবিশেষজ্ঞ ও কনসালট্যান্ট।

শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য হলে কান্নাকাটি করে, পেট মোচড়ায় এবং খাওয়া কমিয়ে দেয়। অস্বস্তি হয় বলেই এমনটা করে তারা। শিশুর এই অস্বস্তি মায়েদের উৎকর্ষা বাড়িয়ে দেয়। তারা পানের বোঁটা বা সরিষার তেলে আঙুল মাখিয়ে মলদ্বারে ঢুকিয়ে দেন। এতে সাময়িক সুফল হলেও পরে ফল হতে পারে মারাত্মক।

স্বাভাবিক পায়খানা দুই-তিন দিন পরপর হলেও তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে কোষ্ঠকাঠিন্য বলে না। পরপর তিন দিন শক্ত পায়খানা হলে বা মলত্যাগ করতে কারও অসুবিধা হলে অথবা বেশী সময় লাগলে, তাকেই আমরা কোষ্ঠকাঠিন্য বলে থাকি।
কোষ্ঠকাঠিন্য কারণ :

সবচেয়ে বড় কারণ অপরিষ্কৃত আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ। যেসব শিশু কৌটার দুধ খায় তাদেরও সমস্যা বেশী হয়। অপরিষ্কৃত পানি পান করার জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য হলে মলত্যাগের সময় ব্যথা পায়, ফলে দ্বিতীয়বার মলত্যাগের সময় সে ভয় পায় এবং পায়খানা চেপে ধরে রাখে। ফলে পায়খানা আরও শক্ত হয়ে যায়, বেশ কয়েক দিন পর শক্ত পায়খানা বের হওয়ার সময় পায়খানার রাস্তায় ক্ষত

হতে পারে এবং সামান্য রক্তও বের হতে পারে। এ ছাড়া অল্প বয়সেই গরুর দুধ খেলে, মলদ্বারের মাংসপেশির ক্রটি, মানসিক প্রতিবন্ধী, ক্যালসিয়াম ও অতিরিক্ত ভিটামিন ডি গ্রহণ ইত্যাদি কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

চিকিৎসা :

মলত্যাগের ব্যাপারে শিশুর সামনে উদ্বেগ প্রকাশ করা এবং মলত্যাগ করছে না বলে বকাবকি করা উচিত নয়। প্রয়োজনে সময় মত মলত্যাগের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বুকের দুধ খাওয়ালে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না। তাই দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। দুই বছর বয়সের পর টিনের দুধ খাওয়ালে দুধ পাতলা করে না খাইয়ে পরিমাণমতো ঘন করে খাওয়াতে হবে। বাজারে যে সমস্ত কৌটার দুধ পাওয়া যায় তার গায়ে নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী দুধ তৈরী করে খাওয়াতে হবে। এ ছাড়া প্রচুর পানি পান করাতে হবে।

একটু বড় শিশুদের মধু, দুধ, সাণ্ড খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। আঁশযুক্ত খাবার যেমন : শাকসবজি, পাকা কলা, বেল, পেঁপে, আম উপকারে আসে। ছোট-বড় শিশুকে নিয়মিত মলত্যাগের অভ্যাস করাতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার এবং সকালে নাশতার পর আরেকবার পায়খানার অভ্যাস করানো ভাল। শিশু মলত্যাগের সময় ব্যথা পেলে তাকে জোর না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ভাষা শিক্ষা

উদ্ভিদ

মাহফুযুর রহমান, ৭ম শ্রেণী

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

- উদ্ভিদ - نَبَاتٌ - Plant (প্লান্ট)
- উদ্ভিদবিদ্যা- عِلْمُ النَّبَاتِ - Botany (বট্যানি)
- কাঁটা - شَوْكَةٌ - Thorn (থার্ন)
- কাঠ - خَشْبٌ - Wood (উড)
- কাণ্ড - سَائِقٌ - Stem (স্টেম)
- গাছ - شَجَرَةٌ - Tree (ট্রী)
- ঘাস - عُشْبٌ - Grass (গ্রাস)
- চারা- شُجَيْرَةٌ - Young plant (ইয়াং প্লান্ট)
- ছাল - لِحَاءٌ - Bark (বার্ক)
- ডাল - غُصْنٌ - Branch (ব্রাঞ্চ)
- পাপড়ি - بَتَلَةٌ - Petal (পেট্যাল)
- পাতা - وَرَقٌ - Leaf (লীফ)
- ফসল - حَصَادٌ - Crop (ক্রপ)
- বাঁশ - خَيْرَزَانٌ - Bamboo (ব্যামবু)
- বাগান - حَدِيقَةٌ - Garden (গার্ডেন)
- বীজ - بَذْرٌ - Seed (সীড)
- লতা - نَبَاتٌ مُتَعَرِّشٌ - Creeper (ক্রীপার)
- শস্য- غَلَّةٌ - Corn (শস্য)
- শিকড় - أَصْلٌ - Root (রুট)

? কুইজ

১. ১৫ বছরের নিচে বয়স হওয়া সত্ত্বেও কারা ওহোদ যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি পান?
উ:
২. মুমিনের মর্যাদা কিসে?
উ:
৩. রাসূল (ছাঃ) কোন সূরাকে রুকুইয়াহ বলেছেন?
উ:
৪. 'কিয়ামতের দিন কয়টি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কেউ পা বাড়াতে পারবেনা?
উ:
৫. শয়তানের ঘাঁটি কী?
উ:
৬. বিছু দ্বারা দংশিত ব্যক্তিকে এক ছাহাবী কোন সূরা পড়ে ফুক দিয়ে ছিলেন?
উ:
৭. শিশুদের মৌলিক অধিকার কয়টি ও কী কী?
উ:
৮. মুমিন ও কাফের কয় পেটে খায়?
উ:
৯. মানুষের সবচেয়ে ভাল বন্ধু কী?
উ:
১০. কোন যুদ্ধে আবুবকর (রাঃ) তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেছিলেন?
উ:

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

☐ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ :
আগামী ১৫ই ডিসেম্বর ২০১৯।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) চারটি (২) জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে
(৩) মিথ্যা (৪) সূরা ইছলাছ, ফালাকু ও
নাস (৫) আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে
(৬) তিন বছরের শিশু যাহরা (৭) ৪৫
কিলোমিটার (৮) পানি ও মায়ের বুকের
দুধের পাশাপাশি তরল খাবার বিশেষ করে
খাওয়ার স্যালাইন, ডাবের পানি, ফলের
শরবত, স্যুপ ইত্যাদি (৯) মহিলাদের জন্য
হালাল ও পুরুষদের জন্য হারাম (১০)
শিরক করল।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : ফাতেমা, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।
২য় স্থান : সালমা খাতুন, হিফয বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।
৩য় স্থান : তরীকুল ইসলাম, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক

সোনামণি প্রতিভা

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :

প্রতিষ্ঠান :

শ্রেণী :

ঠিকানা :

মোবাইল :

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

- জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াজে
ছালাত আদায় করা।
- পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-
অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া
ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম
সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।
- ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান
করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা
পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।
- মিসওয়াক সহ ওযু করে ঘুমানো ও ঘুম
থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযু করা
এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও
হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।
- নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং
দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী
সাহিত্য পাঠ করা।
- সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে
নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।
- কৃথা তর্ক, বাগড়া-মারামারি এবং রেডিও-
টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে
চলা।
- আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে
সুন্দর ব্যবহার করা।
- সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা করা
এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে
শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ
করা।
- দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট
কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।